গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)-এর মুখপত্র

অধিকার

নভেম্বর ২০২৩ বিনিময় : ১৫ টাকা

সম্পাদকীয়

বিদ্বেষ ও বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন

দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীদের জানিয়ে দিয়েছেন আগামী ২০২৪-এর জানুয়ারি মাসে অযোধ্যায় সেই বিতর্কিত রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবে। ভারত রাষ্ট্রের ধর্ম নিরপেক্ষতার কফিনে শেষ পেরেক পুতে প্রধানমন্ত্রী রাম মন্দিরের উদ্বোধনে থাকবেন তাও জানিয়ে দিয়েছেন। ২০২৪ সালের শুরুর দিকেই আগামী লোকসভা নির্বাচন। ২০২৫ সালে আরএসএসের ১০০ বছর পূর্তি। আরএসএসের জন্মের ১০০ বছরে ভারতকে ঘোষিতভাবে হিন্দু রাষ্ট্র করার স্বপ্ন ঘোষণা করেছিল আরএসএস। সেই সময় সমাগত। নিজেদের স্বপ্নপূরণের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আরএসএস যে সহজে দান ছেড়ে দেবে না, এটা বোঝার জন্য গণৎকার হওয়ার দরকার নেই। এতএব আগামী কিছুদিন দেশ জুড়ে ভয়ঙ্কর-এক সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্যালেস্টাইনে ইজরাইলের ভয়াবহ গণহত্যাকে আড়াল করে হামাসকে সামনে এনে একটা মুসলিম বিদ্বেষী হাওয়া তৈরির চেষ্টা দেখা গেছে বিজেপি আরএসএসের তরফ থেকে। ভারত রাষ্ট্রের তরফ থেকেও। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে বা প্যালেস্টাইনের পক্ষে সভা-সমাবেশের উপর বেশ কিছু ক্ষেত্রে আক্রমণ নামানো হয়েছে। প্যালেস্টাইনের পক্ষে কথা বললে সন্ত্রাসবাদের সমর্থক বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতেই কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ নিয়ে সুপ্রীমকোর্টের রায় ঘোষণার সম্ভাবনা আছে। মায়ানমার সীমান্ত ও রোহিঙ্গা ইস্যু খুচিয়ে তৈরি করা হচ্ছে, উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত নিয়ে চীন ভারত দ্বন্দ্ব এবং সর্বোপরি পাকিস্তান নিয়ে জাতীয় আবেগ উসকে দেওয়ার যাবতীয় উপাদান তো তৈরিই আছে। নির্বাচন এগিয়ে আসলে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে এই মুসলিম বিদ্বেষী হাওয়া আরও বাড়ানো হবে।

এই সংখ্যায় রয়েছে—

- শোক সংবাদ / পৃ. ২
- গাজা-প্যালেস্টাইন... / পৃ. ৩
- আমার ভারত ওদের ভাষ্য (৪র্থ) / পৃ. ৬
- রিপোর্ট ও তথ্যানুসন্ধান / পৃ. ৯-২২
- প্রবীর হালদারের মৃত্যু ও কিছু প্রশ্ন / পৃ.২২
- ক্রমশই বল্গাহীন হয়ে উঠছে পুলিশ / পৃ. ২৩
- বাঘে আক্রান্তের মামলায় তাৎপর্যপূর্ণ রায় পৃ. ২৩

সম্পাদনা : পত্রিকা উপ-সমিতি।
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির পক্ষে
সাধারণ সম্পাদক : রঞ্জিত শূর (8017437302)
কর্তৃক প্রকাশিত ও
ইনস্ অ্যান্ড আউটস্, বালি, হাওড়া থেকে মুদ্রিত।

E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

অধিকার-এর জন্যে লেখা, মতামত পাঠান
apdr.adhikar@gmail.com

এটা হলো মুদ্রার একটা দিক।

অন্যদিকে গোটা দেশ জুড়ে শ্রমজীবী মানুষ, যুব ছাত্র ও প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মানুষের মধ্যে একটা মন্থন শুরু হয়েছে। বলা ভালো প্রবল হচ্ছে এই মন্থন। '৯০ এর দশকে বিশ্বায়নের শুরু থেকে গণতান্ত্রিক অধিকার-নাগরিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক অধিকার সমুহের উপর যে প্রবল আক্রমণ শুরু হয়েছিল আর এস এস বিজেপির দশ বছরে তা' তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। ভোটাধিকার ছাড়া আর সব অধিকারই আজ বিপন্ন। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে সবারই। মানুষ ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। দিল্লি- পাঞ্জাবের কৃষক আন্দোলন তারই একটা বড় উদাহরণ। এই মন্থন স্বাভাবিকভাবেই শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জোট তৈরি করবে। তাই শাসকের লক্ষ্যই হবে বিভাজন। আর এদেশে বিভাজনের জন্য ধর্মের চেয়ে বড় হাতিয়ার আর কী হতে পারে! সেই বিভাজনকে তীব্রতর করার জন্যই রাম মন্দির ইস্যুকে ব্যবহার করা হবে, মুসলিম বিদ্বেষ তীব্র করা হবে। অধিকারের প্রশ্নগুলোকে ভুলিয়ে বা গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হবে।

অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের কাছেও তাই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদেরও চরম সতর্ক থাকতে হবে। সমস্ত ধরণের বিভাজন ও বিদ্বেষের রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষের অধিকারের প্রশ্নগুলোকে সামনে এনে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা আমাদের অব্যাহত রাখতেই হবে। শুধু তাই নয় আগামী সময়ে সেই উদ্যোগকে আরো জোরদার করতে হবে। এই লক্ষ্যেই শুরু হোক এপিডিআর এর ২৯ তম কেন্দ্রীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি।

শোক সংবাদ

● আমরা গভীর দুখের সঙ্গে জানাচ্ছি সাম্প্রতিক সময়ে এপিডিআর বেশ কয়েকজন কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীর জীবনাবসান হয়েছে। প্রয়াতদের মধ্যে রয়েছেন ১৯৭২ সালে এপিডিআর এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম সুভাষ গাঙ্গুলী। এই সময়ে প্রয়াত হয়েছেন বহরমপুর শাখার সভাপতি তরুন কর্মকার ও বিবাদি শাখার সদস্য দীপঙ্কর মিত্র। প্রয়াত হয়েছেন দক্ষিণ কলকাতা শাখার প্রাক্তন সদস্য অনুপ দত্ত, হুগলির চন্দননগর শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুদীন মিত্র। মালদা জেলার সদস্য রতন দাশগুপ্ত ও বাহাদুর মন্ডলকেও আমরা সাম্প্রতিক সময়ে হারিয়েছি। এপিডিআর এর কর্মকান্ডে প্রয়াত সদস্যদের অনেকেরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। বস্তুতই এসব প্রবীণ সদস্য, শুভানুধ্যায়ীদের মৃত্যু অধিকার আন্দোলনকে দুর্বল করে। শোকার্ত আমরা প্রয়াতদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অধিকার কর্মীদের পরিবার ও বন্ধু পরিজনদের জানাচ্ছি সমবেদনা।

● চন্দননগর শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুদিন মিত্রের জীবনাবসান হলো ১২ই নভেম্বর ৭৭ বছর বয়সে। ছাত্রাবস্থায় বামপন্থী রাজনীতিতে যোগ দেন। নকশালবাড়ী আন্দোলনে প্রথম থেকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী সময়ে চন্দননগরে গণতান্ত্রিক ও অধিকার রক্ষার আন্দোলনে তাঁকে সবসময় পাশে পাওয়া গেছে। চন্দননগরে এপিডিআর-এর শাখা গঠনের প্রথম থেকেই তিনি সদস্য ছিলেন এবং একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। শেষ কয়েক বছর শারীরিক চরম অসুস্থতা এবং অর্থাভাব থাকা সত্ত্বেও এপিডিআর এর সাথে সজীব যোগাযোগ শেষ দিন পর্যন্ত বজায় রেখে গেছেন।

সুদিন মিত্র'র মৃত্যুতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হলো। আমরা শোকগ্রস্ত এবং পরিবারের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।

● গত ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাত্র ৭১ বছর বয়সে চলে গেলেন এপিডিআর মালদা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক অধ্যাপক ড. রতন দাশগুপ্ত। শুরুতে এপিডিআর গড়ে ওঠার পিছনে রতন দাশগুপ্তর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। গত ১৬ সেপ্টেম্বর এপিডিআর মালদা শাখার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ড. রতন দাশগুপ্ত'র স্মরণসভা।

গাজা-প্যালেষ্টাইনে জায়নবাদী গণহত্যা

অজেয় পাঠক

আমরা ধ্বংসের মুখোমুখি! প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ড এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এখন প্রতিদিন রক্তাক্ত হচ্ছে জায়নবাদী ইজরায়েলের হাতে। আজ এই লেখা যখন লিখছি, তখন হামাসদ গোষ্ঠীকে খতম করার নামে প্যালেস্তাইনের গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে আকাশপথে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে প্রায় সাড়ে সাত হাজার সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী 'ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স'। যার মধ্যে ৩৭৬০ জন শিশু। আমেরিকা, ব্রিটেন সহ ইউরোপের শক্তিধর কিছু রাষ্টের মদতেই মিথ্যা 'আত্মরক্ষা'-র নামে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধী ইজরায়েল ক্রমাগত দখলদারি আর হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে গাজাকে অবরুদ্ধ করে সেখানে শিশুখাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর জোগান বন্ধ করে অধিকাংশ শিশুকেই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে ইজরায়েল রাষ্ট্র। প্যালেষ্টাইনের গাজা ভূখণ্ডে হামাস জঙ্গিদের খতমের নামে গত ৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে শুরু হওয়া লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতি ১৫ মিনিটে ১ জন শিশুকে হত্যা করছে, প্রতিদিন মরছে শতাধিক নিরাপরাধ প্যালেস্তিনিয় শিশু।

১৯৪৯ সালে আয়োজিত চতুর্থ জেনেভা আন্তর্জাতিক কনভেনশনে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে যুদ্ধকালীন সময়ে বা সামরিক সংঘাতে ধৃত ব্যক্তির মৌলিক অধিকারসমূহ নির্দিষ্টভাবে ও বিশদ ভাষায় নিরূপণ করা হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আহতদের এবং যুদ্ধাঞ্চলের কাছাকাছি এলাকায় বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা। এই কনভেনশন বলছে, যে ব্যক্তি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অপরাধী নয়, তাঁর জাতিগোষ্ঠী বা ধর্মের অন্য কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দ্বারা সংগঠিত অপরাধের জন্য তাঁকে শাস্তি দেওয়া একটি অপরাধ ("No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective punishment and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.")। বিশ্বের গণতান্ত্রিক, সভ্য রাষ্ট্রগুলি এই নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য।

যে বর্বর, বর্ণবাদী, সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে লুঠেরা পশ্চিমী শক্তিগুলির সামরিক ঘাঁটি হি-সেবে কাজ করে, সেই ইজরায়েল কোনও আন্তর্জাতিক আইন ও সভ্য নিয়ম মানে না। 'ইহুদী জাতিরাষ্ট্র' ধারণাটি একটি ঐতিহাসিক অবাস্তবতা, যা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করেছিল আপন সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে। ইহুদী একটি ধর্মীয় মানবগোষ্ঠীর নাম। ইহুদীরা কোনও একক জাতি বা জাতিসত্ত্বা নয়। ইংরেজ ইহুদীদের দেশ ব্রিটেন, পোলিশ ইহুদীদের দেশ পোল্যান্ড, জার্মান ইহুদীদের দেশ জার্মানি। আরব ভূখণ্ডে ইহুদীদের আলাদা দেশ বা ভূখণ্ড স্থাপন আসলে অবৈধ দখলদারি। গত শতকের নাৎসি জার্মানির ইহুদী গণহত্যা বা 'হলোকাস্ট'কে দিয়ে আজকের ইজরায়েলের দ্বারা প্যালেষ্টাইনবাসীদের উপর গণহত্যা আর মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধকে ন্যায্যতা দেওয়া, একটি নির্লজ্জ ঐতিহাসিক মিথ্যাচার। বরং, নাৎসি আদর্শের সাথে জায়নবাদী তথা ইহুদী মৌলবাদী ইজরায়েল রাষ্ট্রের জাতিবিদ্বেষী মর্ষকামী কর্মকাণ্ডের বেশ মিল আছে।

সপ্তম শতাব্দী থেকেই প্যালেষ্টাইন ভূখণ্ড থেকে সেখানকার মূল অধিবাসী আরবদের হটিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করতে থাকে বহিরাগত কিছু ইহুদী। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বেআইনি অবৈধ বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ঐ ভূখণ্ডে দখলদারির দ্বারা উগ্র ইহুদী ধর্মীয় জায়নবাদী ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। তারপর থেকে গত ৭২ বছরে এই অবৈধ জায়নবাদি রাষ্ট্র সন্ত্রাস, হত্যা আর দখলদারির মাধ্যমে হাজার-হাজার প্যালেষ্টাইনবাসীকে হত্যা করেছে। ৭৫ লক্ষ প্যালেষ্টাইনবাসীকে উৎখাত করে শরণার্থী বানিয়েছে, তাঁদের বসবাসযোগ্য ৫৩০ টি গ্রাম, শহর ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এই সন্ত্রাসকে প্যালেষ্টাইনবাসীরা নাম দিয়েছেন ''নাকবা'' আর তাঁরা শুরু করেছেন ''ইন্তিফাদা'' বা মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারের লড়াই। আন্তর্জাতিক আইন স্পষ্ট বলছে, যে জনগোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রক্ষার স্বার্থে লড়াই করছে, তাঁরা আত্মরক্ষার স্বার্থে সামরিক শক্তি ব্যবহার করতেই পারে। কিন্তু কোনও অবৈধ দখলদারি শক্তি তআত্মরক্ষারদ অজুহাতে কোনও জনগোষ্ঠীর উপর সামরিক আক্রমণ চালাতে পারে না। ইজরায়েল হল অবৈধ ঔপনিবেশিক শক্তি, আর প্যালেষ্টাইন হল পরাধীন

জাতিরাষ্ট্র। প্যালেস্টাইন লড়ছে মুক্তির লড়াই, আর ইজরায়েল চালাচ্ছে বেআইনি দখলদারী।

সন্ত্রাসী জায়নবাদী ইজরায়েল এ যাবৎ বহু আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৩০ টি সিদ্ধান্তকে ইজরায়েল লঙ্ঘন করেছে। চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ৩৩ নম্বর ধারা বলছে, কোনও অসামরিক জনগোষ্ঠীকে বিনা অপরাধে শাস্তি দিলে সেটা যুদ্ধাপরাধ; কাজেই ইহুদী মৌলবাদী ইজরায়েল একটি আন্তর্জাতিক অপরাধী রাষ্ট্র। পাঁচ লক্ষ বহিরাগত ইহুদী এসে প্যালেস্টাইনের জমি দখল করল, সাড়ে ৭ লক্ষ প্যালেষ্টাইনবাসীকে উৎখাত করল, ১৯৬৭ সালে গাজা, পূর্ব জেরুজালেম ও ওয়েস্টব্যাঙ্ক দখল করার সময় আরও ৩ লক্ষ মানুষকে বিতাড়ন করলএই সবই চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ৪৪ নং ধারাকে লঙ্ঘন করে। ইজরায়েল ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক-এর মাঝ বরাবর দেওয়াল তুলে, পূর্ব জেরুজালেম আর সিরিয়ার গোলান হাইটস দখল করে আন্তর্জাতিক অপরাধ করেছে। কারণ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৯৪ নম্বর ধারা বা সিদ্ধান্ত বলছে, ''উদ্বাস্তুদের ঘরে ফেরা ও প্রতিবেশীদের সাথে শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করতে হবে।'' মিথ্যা 'আত্মরক্ষা'র নামে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধী ইজরায়েল ক্রমাগত দখলদারি আর হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইজরায়েলের এই হানাদারি হামাসের আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনও তথাকথিত 'আত্মরক্ষা' নয়, এটি একটি পরিকল্পিত গণহত্যা এবং যুদ্ধাপরাধ। বিশ্বের অন্যতম উচ্চ সামরিক শক্তিসম্পন্ন ও পারমানবিক শক্তিধর ইজরায়েলের দ্বারা নিরাপরাধ প্যালেষ্টাইনবাসীর উপর নৃশংস সামরিক আক্রমণের সামনে হামাসের মত সামান্য গোষ্ঠীর রকেট হামলা কোনও তুলনাতেই আসে না। ''হামাস'' কে দমন করা-তো গণহত্যা আর দখলদারির একটি অজুহাত মাত্র। কারণ ''হামাস'', আরবি ভাষায় যার অর্থ "Islamic Resistance Movement", সেই সংগঠনটির জন্মদাতা যে ইজরায়েলই। গাজা-র প্রাক্তন ইজরায়েলি মিলিটারি গভর্নর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইতঝাক সেগেভ নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি প্যালেস্টাইন লিবারেশান অর্গানাইজেশন (পি এল ও) এবং ফাতাহ মুভমেন্ট কে দুর্বল করতে এদের বিরুদ্ধে একটি ইসলামী বা জিহাদি সংগঠনকে তৈরি করে সেটিকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন এবং সেজন্য ইজরায়েল সরকার তাঁর প্রশাসনকে ভালো পরিমাণ অর্থ বাজেট বরাদ্দ করেছিল। ২০০৯ সালের ২৪ জানুয়ারি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইজরায়েলের এক প্রশাসনিক কর্তা অ্যাভনার কোহেন বলেন "Hamas, to my great regret, is Israel's creation"। তিনি আরও স্বীকার করেন যে শেখ আহমেদ ইয়াসিন নামক এক ইসলামিক ধর্মগুরুকে ইজরায়েল রাষ্ট্র সাহায্য করেছিল প্যালেষ্টাইনের সেক্যুলার স্বাধীনতাকামী শক্তিগুলিকে দুর্বল করার লক্ষ্যে ইসলামী মৌলবাদী হামাস-কে গড়ে তুলতে। ইজরায়েলের এক সাংবাদিক টাল স্লেইডার দ্য টাইম্‌স অব ইজরায়েল পত্রিকায় লিখেছিলেন "For years, various governments took an approach that divided power between the Gaza Strip and the West Bank, bringing PA President Mahmoud Abbas to his knees while making moves that propped up the Hamas terror group. The intent was to prevent the creation of a Palestinian state. Israeli policy was to treat the Fatah led PA as a burden and Hamas as an asset." ঐ সাংবাদিক আরও জানান যে তেল আভিব প্রশাসন হামাসের সঙ্গে গোপন বৈঠক করে প্রায় কুড়ি হাজার গাজা অধিবাসীকে ইজরায়েলে কাজ করার ওয়ার্ক পারমিট দিয়েছিল এবং সেইসব কর্মীরাই হামাসের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করে এবং ইজরায়েল অধিকৃত ভূখণ্ড থেকে হামাসকে তথ্য সরবরাহ করে, যার ভিত্তিতে গত ৭ অক্টোবর হামাস ইজরায়েলে অভিযান চালিয়েছিল। সেই অভিযান আসলে ছিল এক অবরুদ্ধ, জনগোষ্ঠীর মরণপণ প্রতিরোধ সংগ্রাম। গত ৭৫ বছরের ইজরায়েলের নিষ্ঠুর বেআইনি দখরদারি, গত ১৫ বছরের নির্মম অবরোধে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া গাজা ভূখণ্ডের মানুষ তাঁদের জীবন-জীবিকার শেষ লড়াইটা লড়তে নেমেছেন। ইজরায়েলের দীর্ঘ অবরোধে খাদ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ-সহ বেঁচে থাকার যাবতীয় রসদের অভাবে গাজা আজ বিশ্বের সর্বাধিক দারিদ্র-পীড়িত, ক্ষুধা-পীড়িত অঞ্চল। বিশ্বে সর্বাধিক শিশুমৃত্যু আর অপুষ্টি-জনিত মৃত্যু ঘটে এই গাজাতেই। গাজা এই পৃথিবীর বুকে খোলা আকাশের নিচে এক বৃহৎ কারাগার, যে কারাগারে জায়নবাদী ইহুদী মৌলবাদী রাষ্ট্র ইজরায়েল নিয়মিত তাদের উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মানবঘাতী যুদ্ধাস্ত্রগুলির

মারণক্ষমতা পরীক্ষা করে! সেই লড়াইকে ধ্বংস করতে বন্দিশালা গাজার উপর ইজরায়েলের লাগাতার প্রাণঘাতী আক্রমণ চলছে।

১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের জেনারেল অ্যাসেম্বলি ''গণহত্যা''কে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে চিহ্নিত করে এবং ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে রাষ্ট্রসংঘ আয়োজিত "Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG)" বা সংক্ষেপে ''গণহত্যা কনভেনশন''-এ প্রথমবার ''গণহত্যা'' নামক মানবতা বিরোধী ঘৃণ্য অপরাধের সংজ্ঞা নিরূপণ করে এই অপরাধের জন্য শাস্তির আইনি বিধান রচনা করা হয়। এই কনভেনশনের প্রথম আর্টিকেলেই বলা হয়েছিল ''শান্তিপূর্ণ অবস্থাই হোক অথবা যুদ্ধকালীন সময়, উভয় ক্ষেত্রেই গণহত্যা আন্তর্জাতিক আইনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ''। গণহত্যার সংজ্ঞায় বলা হয়, ''এই কনভনশন স্থির করছে, গণহত্যার অর্থ হল একটি নির্দিষ্ট জাতি, বর্ণ বা ধর্মের মানবগোষ্ঠীকে আংশিক বা সম্পূর্ণ নিকেশ বা ধ্বংস করতে, ১) সেই মানবগোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা। ২) সেই মানবগোষ্ঠীর সদস্যদের গুরুতর শারীরিক বা মানসিকভাবে আঘাত করে আহত করা। ৩) সেই মানবগোষ্ঠীর সদস্যদের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ অংশের জীবনহানির লক্ষ্যে উদ্দেশ্যমূলক শারীরিক আক্রমণ ঘটানো। ৪) সেই মানবগোষ্ঠীর বংশবিস্তার রোধ করতে সচেষ্ট হওয়া। এবং ৫) সেই মানবগোষ্ঠীর শিশুদের বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে অন্য গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া।" ৭ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে ঘটে চলা প্যালেস্তাইনের মাটিতে লাগাতার ইজরায়েলি হানাদারিতে হাজার হাজার নারী, শিশু-সহ সাধারণ মানুষের মৃত্যু তথা সেই ১৯৪৮ সাল থেকে দখলদারির ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, ইজরায়েল রাষ্ট্র গণহত্যার অপরাধে অপরাধী।

আন্তর্জাতিক আইন বলছে যুদ্ধাপরাধ বলতে বোঝায়, "All hostilities in arms committed by individuals who are not members of the enemy armed forces", সেইসঙ্গে "Killing or attacking harmless private enemy individuals". গত ৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে চলা ইজরায়েলি হামলায় প্রাণ হারানো বেশিরভাগই সাধারণ প্যালেস্টিনিয় পুরুষ, নারী ও শিশু। স্পষ্টভাবেই ইজরায়েল রাষ্ট্র এবং তার প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধআপরাধী। তবুও রাষ্ট্রসংঘ বা কোনও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী এই গণহত্যাকে এখনও যুদ্ধাপরাধ বলছে না। এই প্রসঙ্গে ইরাকের প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়াত সাদ্দাম হোসেনের বিচার ও মৃত্যুদণ্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০০৬ সালের ৫ নভেম্বর, ক্ষমতাচ্যুত সাদ্দাম হোসেনকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয় আমেরিকার তত্ত্বাবধানে তৈরি স্পেশাল ইরাকি ট্রাইব্যুনাল। ঐ বছর ৩০ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয় যে ১৯৮২ সালের ৮ জুলাই, সাদ্দামকে হত্যা করতে যে প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল, তার বদলা নিতে তিনি ১৪৮ জন শিয়া ধর্মলম্বীকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু হামাসের আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডের বদলা নিতে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৩৭৬০ শিশুসহ ৭৫০০ সাধারণ প্যালেস্টিনিয়র হত্যা করলেও তাঁর কোনও বিচার বা শাস্তি হয়নি। আন্তর্জাতিক আইন এটাও বলছে, "Wanton, destruction of museums, hospitals, churches and schools" একটি ঘোষিত ও স্বীকৃত যুদ্ধাপরাধ। গত ১৭ অক্টোবর, ২০২৩, মধ্য গাজার একটি হাসপাতালে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে ইজরায়েল ৫০০ জনকে হত্যা করার দিনই বাইডেন ইজরায়েলে গিয়ে গণহত্যাকারী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে তাঁর 'আত্মরক্ষার অধিকার'-কে সমর্থন জানিয়ে তাঁকে গণহত্যা চালিয়ে যেতে বলেছিলেন। তার পরদিন ইজরায়েলে গিয়ে গণহত্যাকারী নেতানিয়াহুর পিঠ চাপড়ে এই ঘৃণ্য শিশুহত্যা আর গণহত্যার জন্য তাঁকে বাহবা দেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক।

গত শতকে ভিয়েতনামবাসীদের উপর যে নারকীয় হত্যালীলা চালিয়েছিল আমেরিকা, দেখে শিউরে উঠেছিল সারা বিশ্ব। সেই হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে ১৯৬৬ সালে বার্ট্রান্ড রাসেল ও জাঁ পল সার্ত্রের উদ্যোগে গঠিত হয় আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ঐ ট্রাইব্যুনাল স্পষ্টভাবে আমেরিকাকে ভিয়েতনামে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য সরাসরি যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করেছিল। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে ডেনমার্কের রোসকিল্ডে

ট্রাইব্যুনালের অধিবেশনে জাঁ পল সার্ত্র তাঁর বিখ্যাত "On Genocide" ভাষণে বলেছিলেন, ''যখন আমেরিকার সামরিক বাহিনী ভিয়েতনামের আরও গভীরে প্রবেশ করছে, ধ্বংসলীলা ও বোমাবর্ষণের মাত্রা বাড়াচ্ছে, চেষ্টা করছে লাওসকে পদানত করার ও কাম্বোডিয়াকে আক্রমণের চেষ্টা করছে, তখন আর কোনও সন্দেহ থাকে না যে, সব ধরণের ভণ্ডামিপূর্ণ অস্বীকার সত্ত্বেও তারা গণহত্যার পথেই অগ্রসরমান।" আজ বার্ট্রান্ড রাসেল ও জাঁ পল সার্ত্রের মতো বিবেকবান বুদ্ধিজীবী মানুষের বড় অভাব বোধ করছি আমরা। গণহত্যাকারী ইজরায়েলের রাষ্ট্রপ্রধান ও তাঁর আন্তর্জাতিক মদতদাতাদের আদালতের কাঠগড়ায় দেখতে অপেক্ষায় আছে বিশ্ব-বিবেক।

আমার ভারত ওদের ভাষ্য

সোমনাথ বসু

যোজনা কমিশনের উদ্যোগে ২০০৬ সালে, উন্নয়নের পথে (মাথা চাড়া দেওয়া) অসন্তোষ, আশান্তি এবং চরমপন্থার কারণ অনুসন্ধানে ১৬ জন বিশিষ্ট সদস্য নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞমন্ডলী তৈরী হয়। ২০০৮ সালে এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। যদিও এই রিপোর্ট জন-সমক্ষে আসেনি।

(চতুর্থ কিস্তি)

আদিবাসী শিক্ষা

আদিবাসীদের মূল আবাসভূমি জঙ্গলগুলিতে সরকারি পরিষেবার অপ্রতুলতা সর্বজনবিদিত। জঙ্গলের পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলগুলিতে দুর্গম হওয়ার কারণে পরিষেবা না পৌঁছতে পারার অজুহাত প্রশাসন দিয়ে থাকে। গ্রামগুলিতে পৌঁছনো সহজ নয়, এটা ঘটনা। কিন্তু সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থেকে যে না-বাচক মনোভাব গড়ে উঠেছে সেটাকে আগে না পাল্টালে সত্যিকারের অসুবিধাটা কোথায় তা' বোঝাও যাবে না আর সত্যি-সত্যি তা দূর করাও যাবে না। যদি সাক্ষরতাকেই প্রথম উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়; তাহলে দেখা যাবে, সারা দেশে সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ হলেও আদিবাসীদের ক্ষেত্রে তা' মাত্র ৪৭ শতাংশ। এমন-কী এই সাক্ষরতার হারও মধ্যভারতের আদিবাসী অধিবাসীদের প্রকৃত অবস্থার চেয়ে অনেক বেশী ধরা হয়েছে। কেন-না এই হিসেবের মধ্যে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির উপজাতিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেখানকার সাক্ষরতার হার দেশের গড় সাক্ষরতার চেয়ে উচ্চতর। শুধু যদি, মধ্যভারতের মূল আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের সাক্ষরতার হার নেওয়া যায়; তাহলে দেখা যাবে তা', বিহারে ২৮ শতাংশ, ঝাড়খণ্ডে ৪১ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৪১ শতাংশ, ছত্তিশগড়ে ৫২ শতাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩৭ শতাংশ, উড়িষ্যায় ৩৭ শতাংশ এবং রাজস্থানে ৪৭ শতাংশ।

স্বাস্থ্য

SC এবং ST সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের স্বাস্থ্যের মান (Health Status) সমাজের অন্য স্তরের মানুষদের তুলনায় অনেক নীচুতে আছে। ২০০৫-২০০৬ বর্ষে National Family Health Survey এর সূত্র অনুসারে, সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুমৃত্যুর হার ছিল SC (৫০.৭ শতাংশ), ST (৪৩.৮ শতাংশ) যেখানে অন্যদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৩৬.১ শতাংশ মাত্র। যেহেতু SC/ST সম্প্রদায়ের মানুষের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সুযোগই খুব কম। প্রসূতি SC মায়েদের মধ্যে বড়-জোর ৪২ শতাংশ গর্ভধারণকালীন অবস্থায় ডাক্তার দেখাতে পারেন আর বড় জোর ২৮ শতাংশ ANM সুযোগ পান। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে গর্ভকালীন অবস্থায় ৬৪ শতাংশ জননী ডাক্তার দেখানোর সুযোগ পান। আরও বলার কথা, যেহেতু ST সম্প্রদায়ের বাস বেশিরভাগ-ই দূরবর্তী গ্রামগুলিতে তাই, খুব বেশি হলে মাত্র ১৮ শতাংশ ST জননী স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ বা সুরক্ষার মধ্যে সন্তানের জন্ম দিতে পারেন যেখানে অন্যদের ক্ষেত্রে এই হার ৫১ শতাংশ। একইরকমভাবে প্রতি তিনজন SC জননীর মধ্যে মাত্র একজনের ক্ষেত্রেই প্রসবকালীন স্বাস্থ্য পরিষেবার (Health Facilities) সুযোগ মেলে। ১২-২৩ মাসের SC/ST শিশুদের অ্যানিমিয়ার হার অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। আরও বলতে হয়,অন্যদের তুলনায় SC/ST শিশুদের ক্ষেত্রে অপুষ্টিজনিত ক্ষয় এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার হার অনেক বেশি-তো বটেই পাশাপাশি সামগ্রিক পুষ্টির ঊনতাজনিত ওজন হ্রাস (Under weight) ও অন্যদের থেকে অনেক-অনেক বেশি।

আদিবাসী ও বিদ্যুৎ

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের মাত্র ৪২

শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। অবস্থা গ্রামাঞ্চলে আরও খারাপ, আর তার চেয়েও অনেক বেশি খারাপ SC ভুক্ত মানুষ যেখানে বেশি বাস করেন সেই-সেই অঞ্চল গুলিতে। কিন্তু এই অবস্থা সহজে দূর করা যায় এবং তা' খুব কম খরচেই। দূর-দূরান্তের গ্রামাঞ্চলগুলিতে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ কর্পোরেশনের মাধ্যমে গ্রীড সংযোগ করে হবে তার জন্য অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। জরুরী ভিত্তিতে অফ গ্রীড বিকেন্দ্রীভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় দেশের সর্বত্র আজ বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। NTPC ইতিমধ্যেই এমন প্রযুক্তি কাজে লাগাচ্ছে যা পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ও পরীক্ষা দু'টোই সম্পন্ন হয়েছে। বায়ো-মাস গ্যাসিফায়ার কাজে লাগিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছ'-ছ'টি অন্যদের গ্রীড ইউনিট এখনই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাজ করে চলেছে। পরিকল্পনা কমিশন এইরকম আরও ষাটটি ইউনিটের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে দিয়েছে, যার বিস্তৃত প্রোজেক্ট রিপোর্টও তৈরী।

কিন্তু এখন জরুরী বিষয় হলো, এই মডেলের সঠিক (সামগ্রিক) পরিমাপ (Take to scale) এবং RGGVY (রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ যোজনা) ফাণ্ড এই পরিমাপের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। চিন ১৯৯১ সালের মধ্যে মূলত স্বল্পমাত্রার অফ গ্রীড বিকেন্দ্রীভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলের ৯৪ শতাংশ আবাসগৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ সুনিশ্চিত করেছে। যেহেতু ST সম্প্রদায়ের ব্যাপক মানুষ জঙ্গল বা জঙ্গলের কাছাকাছি গ্রাম গুলিতে বাস করে, তাই এই সমস্ত জায়গায় স্বল্পমাত্রায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে বায়ো-মাসের অভাব হবে না। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরেও দেশের মাত্র ৪২ শতাংশ আবাসেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিদ্যমান। তাই গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের পন্থাই হলো স্বল্পমাত্রার অফ গ্রীড বিকেন্দ্রীভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি। যখন গ্রীডনির্ভর প্রচলিত বিদ্যুৎব্যবস্থার সংযোগ গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছবে তখন তার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপাদিত অফ গ্রীড বিদ্যুতের লাইনের সংযোগ ঘটিয়ে দিলেই চলবে।

নারী

এমন-কী সাধারণ জনবিন্যাস সংক্রান্ত সূচকগুলি থেকেও বোঝা যায় ভারতীয় সমাজে মেয়েরা কি দুর্দশাগ্রস্ত, হীন অবস্থায় পড়ে আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এদেশে স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী ০.৯৩ যা' সারা বিশ্বে সবচেয়ে কম। একদম ছোটবেলা-ই এমন-কী ন্যূনতম পুষ্টি ও শরীরের যত্ন নেওয়ার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য আমাদের দেশের নারীদের সইতে হয় উক্ত পরিসংখ্যান তার-ই প্রতিফলন। আরও বলা যায়, যে-কাজ করে আয় করা সম্ভব, সেই-সেই কাজে পুরুষদের তুলনায় নারীদের নিম্নমাত্রায় অংশগ্রহণ, নারী সাক্ষরতার নীচু হার, পুরুষের তুলনায় অনেক কম আয় ক্ষমতার কেন্দ্রে বা সরকারী ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করার তুচ্ছ সম্ভাবনা— এসবই তাদের হীনাবস্থাকে সূচিত করে। বুনিয়াদী শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা পুষ্টির ক্ষেত্রে ভারতীয় নারীর অবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত।

সর্বক্ষেত্রে এদেশের নারীরা যে ব্যাপক অসুবিধার সম্মুখীন তা দূর করার জন্য সরকারী উদ্যোগ ও পদক্ষেপ আজও বেশিদূর এগোতে পারে নি। এমন-কী National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) পর্যন্ত, যে-আইন নারীকে পুরুষদের মতই স্বাধীন রোজগারের সুবিধা ও সমান অধিকার দানের এক শক্তিশালী উৎস, তবুও এতদিন ধরে চলে আসা পুরুষ-প্রভুত্ব ও নারী অবদমনকে অতিক্রম করতে পারেনি। ভারতীয় সমাজে আর্থিক ও সামাজিক কারণে মেয়েদের পিছিয়ে থাকা আসলে একগুচ্ছ পিতৃতান্ত্রিক প্রথা ও প্রচলনের-ই প্রতিফলন। যেমন পিতার পরিচয় সন্তানের চিহ্নিতকরণ, পৈতৃক বাড়িতে ছেলেদের-ই থাকার অধিকার, পুরুষোচিত কাজের সঙ্গে নারীদের করণীয় কাজের পার্থক্য করে রাখা, সর্বজনীন জায়গাগুলোতেও নারীর প্রবেশে নানারকম বিধিনিষেধ, বিধবা বিবাহকে ছোট চোখে দেখা ও সামাজিকভাবে নিরুৎসাহিত করা...ইত্যাদি।

একটি ধারণা চালু করার চেষ্টা চলছে যে, বিগত কয়েকবছরের মধ্যে সরকারী সদর্থক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করার ফলে এ-দেশের মহিলাদের অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। যত কথাই বলা হোক, ১৩৬টি দেশ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে Gender Developmment Index (UNDP Human Development Report ২০০৬)-এ ভারতের স্থান ৯৬তম। ঐ রিপোর্টেই Gender Empowerment Measures শিরোনামে Statistical Appendix অংশে উঠে এসেছে এদেশে গড়পরতা শ্রমজীবী নারীর মজুরি শ্রমজীবী পুরুষের মজুরির ৩১ শতাংশ মাত্র। এই পরিসংখ্যান সম্ভবতঃ ততক্ষণ বোধগম্য

হয় না, যতক্ষণ-না এটা বলা হচ্ছে যে, বিশ্বের ১৭১টি দেশের মধ্যে এই ব্যাপারে ভারতের চেয়ে পিছিয়ে আছে মাত্রপাঁচটি দেশ;পাকিস্তান (২৯ শতাংশ), সুদান (২৫ শতাংশ), সোয়াজিল্যাণ্ড (২৯ শতাংশ), টিউনিসিয়া (২৮ শতাংশ) আর সৌদিআরব (১৫ শতাংশ) ন্যুনতম প্রয়োজনীয় সংস্থানের নাগাল (!) (Access To Basic Resources)

সমাজের গভীর থেকেউত্থিত অসন্তোষের সিংহভাগ, যেমন নকশালপন্থার মতো জঙ্গিরূপের আন্দোলনের কারণ নিহিত আছে, বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়ার মধ্যে।

অরণ্য (Forest)

অরণ্য ভূমি ও আরণ্য সম্পদের ওপর অরণ্যবাসীর যে স্বাভাবিক অধিকার সেখান থেকে উদ্ভুত বিরোধ-ই সারা দেশের ব্যাপক অঞ্চলের অসন্তোষের মূল কারণ। বাসভূমি অর্থাৎ যেখানে মানুষ বাস করে তার সঙ্গে বাসিন্দাদের কোন সঙ্ঘাত সাধারণত দেখা দেওয়ার কথা নয়, এটাই স্বীকৃত ধারণা। কিন্তু বন সংরক্ষণ বিষয়ক আইনগুলোর দিকে তাকালে তেমন ধারণা গড়ে ওঠে না।

এইভাবেই যুগ যুগ ধরে ভূমিপুত্র অরণ্যবাসী মানুষ যাদের বেশির ভাগই আদিবাসী, তাদের বাসভূমি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র বর্তমানে অরণ্য বলে ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে। এই মানুষগুলোর বসবাসের কোন বিকল্প ব্যবস্থা (যা পাওয়া তাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে)-তো দূরের কথা তাদের কোন স্বীকৃতি পর্যন্ত থাকছে না। বনসংরক্ষণ আইন (১৯৮০) এই প্রক্রিয়া, কোনও অন্যথা হবে না এই ঘোষণায় সুনিশ্চিতকরণ করেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া অরণ্যের জমি অরণ্য বহির্ভূত কোনও কারণে ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না। এই আইন অনুযায়ী যে-যে শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে সেগুলির তালিকা বুঝিয়ে দেয়, বন থেকে আদিবাসী ভূমিজ মানুষের উচ্ছেদ হয়েই চলেছে যার ফল অপরিসীম বঞ্চনা আর দুর্দশা।

অদ্ভুতভাবে বন সংরক্ষণ আইন হাত ধরাধরি করে চলার জন্যে এক মিত্র খুঁজে পেয়েছে যার নাম শিল্প-বনরক্ষণ বিধি (Industrial forestry)। একদিকে যখন বন সংরক্ষণের নামে অরণ্যবাসীর অধিকার নির্মম ভাবে সঙ্কুচিত করা হচ্ছে; পাশাপাশি সমান তালে চলছে শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে জঙ্গলের চেহারা বদলে দেওয়ার কর্মকাণ্ড। ফলে প্রতিদিন অরণ্যবাসীরা হারাচ্ছেন নিজেদের জমি এবং প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যে জঙ্গল থেকে যা-যা সংগ্রহ করতে পারতেন সে সবের কাছে পৌঁছানোর অধিকার। এগুলির উপশমের উদ্দেশ্যে Joint Forest Management (JFM) গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু তারাই এই (অধিকার কেড়ে নেওয়ার) কাজগুলোকেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে চলেছে মাত্র! আশা করা যায়, নতুন আইনটি, Sheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act ২০০৬, যা লাগু হয়েছে ২০০৮-এর ১লা জানুয়ারি থেকে; যদি সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা যায় এই অবস্থার একটা পরিবর্তন এনে দেবে।

জমি (Land)

''নকশাল আন্দোলনদ সম্পর্কে সবচেয়ে কম অবহিত মানুষও জানে যে এই আন্দোলনের মূল স্লোগান ক্ষুদ্রচাষীর হাতে জমি (Land To The Tillers)।'' গরীব মানুষের ক্ষমতায়নের এই লক্ষ্য তাদের কার্য ধারার সংজ্ঞা ঠিক করে দেয়।

জীবিকার উপায় হিসাবে জমির গুরুত্ব বাড়িয়ে বলার দরকার নেই (can not be overstated)। GDP-এর মাত্র ১৮ শতাংশ কৃষি থেকে এলেও শ্রমশক্তির ৫৮ শতাংশ এখানে নিয়োজিত। SC-দের ক্ষেত্রে অনুপাতটি ৬৪ শতাংশ। গ্রামীণ পরিবারগুলির চল্লিশ শতাংশের হাতে হয় কোনও জমি নেই অথবা যা আছে তা' সাকুল্যে এক একরও নয়। আন্দাজ করা যায় গ্রামীণ ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ১.৩ থেকে ১.৮ কোটি প্রান্তিক ও ছোট জোতের মালিক পরিবারগুলির সংখ্যাও ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

এপিডিআর-এর মুখপত্র
'অধিকার' পড়ুন ও পড়ান

রিপোর্ট: বাগুইআটি-রাজারহাট শাখা

গত ৩০ শে জুলাই বাগুইআটি রাজারহাট শাখা একটি মিছিলের আয়োজন করেছিল বাগুইআটি বাজার থেকে গোট বাজার পর্যন্ত। সম্প্রতি মণিপুরে যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে চলেছে রাষ্ট্রীয় মাদতে, তার-ই প্রতিবাদে আমাদের এই মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। শুধু মণিপুর নয়, পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশের নারী নির্যাতন একটি স্বাভাবিক ঘটনা; সে বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই রাজারহাট শাখা পথে নেমেছিল, এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার সংকল্পে। মিছিলে বাগুইহাটি শাখার সদস্যরা যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন এলাকার সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা ও মানবাধিকার সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে মিছিলে উপস্থিত ছিলেন নিশা বিশ্বাস, সোমনাথ বসু ও সোমনাথ মুখার্জি। বক্তব্য স্লোগানের মধ্যে দিয়ে এই মিছিল পথ পরিক্রমা করে।

গত মে মাসে মণিপুরে যে নারীমেধ যজ্ঞ হয়েছিল দু'জন কুকী মহিলাকে বিবস্ত্র করে সারা পথ পরিক্রমা করানোর পর গণধর্ষণের ঘটনা, শতাব্দীর এক লজ্জাজনক ঘটনা; তার-ই প্রতিবাদে বাগুইআটি-রাজারহাট শাখা এ-মিছিলের আয়োজন করে। শুধুমাত্র মণিপুর নয়, মালদা থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে! তারই প্রতিবাদে আমাদের এই মিছিল।

মিছিলের এই পরিক্রমার কালে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অগণিত মানুষ যেমন মিছিলের বক্তব্যের সাথে সহমত পোষণ করেন, তেমনি অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিরাও আমাদের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন। তীব্র রৌদ্রতাপ উপেক্ষা করে গত ৩০ শে জুলাই মিছিলে বয়স্ক ব্যক্তি থেকে শুরু করে ছাত্ররা হেঁটেছেন শেষ পর্যন্ত।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিশা বিশ্বাসের বক্তব্যে উঠে আসে মণিপুরে গত মে মাসে ঘটে যাওয়া নারী নির্যাতনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। অন্যান্য বক্তাদের কথায় উঠে কেন্দ্র সরকার যারা ''বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'' নীতির জনক, তারাও নারী নির্যাতনের প্রশ্নে সঠিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ।

সেইরকম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকেও কোনও পরিকল্পনাই নেওয়া হচ্ছে না এই নির্যাতন রোধ করার জন্য। ফলে, নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। বরং সরকারি উদাসীনতায় এই ঘটনা দিনের পর দিন আরও বেড়েই চলেছে।

গোট বাজারে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সোমনাথ বসু। গোট বাজারে উপস্থিত ছিলেন অসুস্থ বাবুদা অর্থাৎ যিনি এপিডিয়ারের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য সেই খন্দকার গিলানি। দীর্ঘ অসুস্থতায় তিনি হাঁটাচলা করতে পারেন না তিনিও এই মিছিলের শেষে মুহূর্তে আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন। গোট বাজারেই মিছিল শেষ হয়।

গত ৫ই নভেম্বর, ২০২৩ রবিবার সকাল দশটায় বাগুইআটি রাজারহাট শাখার পক্ষ থেকে প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতার সমর্থনে ও প্যালেস্টাইনের ওপর ইসরাইলি হানা বন্ধ করার জন্য এক ছোট মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। বাগুইআটি বাজার থেকে ফয়েরা ভবন পর্যন্ত মিছিল চলে। মিছিলে ইজরাইলি হানা বন্ধ করার জন্য, নারীঘাতী শিশুঘাতী হামলা বন্ধ করার জন্য আবেদন জানানো হয়। পোষ্টারে এবং স্লোগানে মিছিল মুখরিত ছিল আমাদের মিছিল। এলাকার সাধারণ মানুষ রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে মিছিলকে সমর্থন করে এবং অনেকে আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন।

তথ্যানুসন্ধান: বেলঘরিয়া-নিমতা শাখা— দমদম জেল হেফাজতে বন্দী মৃত্যু

গত ৭ ই জুন ২০২৩, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় দমদম জেল হেফাজতে আবারও এক বিচারাধীন বন্দির মৃত্যুর খবব--- যা' ব্যারাকপুর কমিশনারেটের অন্তর্ভুক্ত মোহনপুর এলকায় সর্বব্যাপী উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এলাকা-বাসী মানুষজন, মৃতদেহ নিয়ে ব্যারাকপুর-বারাসাত রোডের বড় কাঁঠালিয়া মোড়ে অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন।

ঘটনার গভীরতর সামাজিক প্রভাব অনুধাবন করে, দ্রুততার সাথে ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করার জন্য তাৎক্ষণিক এপিডিআর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, একটি জরুরী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, উত্তর ২৪ পরগণার, সংগঠনের পাঁচটি শাখার মোট ১১ জন সদস্য একত্রে, ৮ই জুন, '২৩ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টের সময় ব্যারাকপুর স্টেশনে মিলিত হয়ে মৃতের বাড়ি মোহনপুর থানার অন্তর্ভুক্ত, বড় কাঁঠালিয়ায় পৌঁছে যাই।

এলাকায় পৌঁছে দুটি আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যম সহ বেশ কিছু এলাকার মানুষ আমাদের দিকে এগিয়ে আসেন। প্রথমেই আমরা মৃতের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাই। বাড়িতে ঢোকার মুখেই একটি দোকানের সামনে মৃতের একটি ছবিতে মালা দেওয়া দেখতে পাই। এলাকাবাসীরা জানান, ঐ বন্ধ মোবাইল মেরামতের দোকানটিই তাঁর একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম ছিল।

বাড়ির উঠোনে প্রবেশ করার পর, মৃতের এক দিদি এগিয়ে আসেন এবং আমরা ঘটনার বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করাতে তিনি, বাড়ির পিছন দিকে, তাঁর বাবা সুনীল চন্দ্র সাঁতরার কাছে নিয়ে যান। একমাত্র উপার্জনশীল পুত্রের মৃত্যুতে তিনি শোকাভিভূত হয়ে মেঝেতে শুয়ে ছিলেন। আমাদের পক্ষ থেকে জয়শ্রী সরকার, মৃত সুপ্রিয় সাঁতারার দিদির সাথে তাঁর বাবার ঘরে কথা বলতে যান। আমাদের পরিচয় দিয়ে ঘটনা জানবার আগ্রহ প্রকাশ করতেই, সুনীল বাবু খানিকটা বিরক্তির সুরে উঠে বসেন। জানান, ঐদিন সকালেই এপিডিআর নামে তিনজনের একটি দল সেখানে এসেছিলেন এবং সমস্ত তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র ও ঘটনার বিবরণ নিয়ে গেছে। তাঁরা একথাও বলে গেছে সংগঠনের তরফে আর কেউ এলে এবং ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে তা' যেন প্রশান্ত (বাপ্পা) ভুইঁয়ার কাছ থেকে জেনে নেওয়া হয়। এমতাবস্থায় তিনি ঘটনার বিষয়ে যাবতীয় তথ্য আমাদের জানাতে অস্বীকার করায়, আমরা ঐ শোকাভিভূত পরিবারকে আর বিব্রত করতে চাইনি।

এরপর আমরা মৃত্যুর ব্যাপারে মৃতের খুড়তুতো ভাই আনন্দ সাঁতরা ও এলাকার কয়েকজন মানুষের সাথে কথা বলে, ঘটনার বিশদ তথ্য সম্পর্কে জানতে পারি।

আনন্দ সাঁতরা জানান, গত ২৬ শে মে, ২০২৩, সুপ্রিয় এক বন্ধুর সাথে মোটর সাইকেলে করে বারাসাতে যান,এবং একটি পুরোনো মামলার সুত্র ধরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সুপ্রিয়র পকেটে তাঁর দোকানের চাবির গোছা থাকায় সন্দেহবসত তাঁদের ডাকাতির মামলায় গ্রেফতার করা হয়। কেস নং ১৩১৫। আদালত তাঁদের এক সপ্তাহ জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। পরের দু'দিন শনিবার ও রবিবার হওয়ায় পরিবারের লোকজন তাঁর জামিনের আবেদন করতে পারেননি। ৫-৬-'২৩ তারিখে মামলার পরবর্তী তারিখ থাকায় তাঁরা আশা করেছিলেন ঐ দিন তাঁর জামিন পেয়ে যাবেন। কিন্তু গত ৫-৬-'২৩ তারিখে দমদম সেন্ট্রাল জেলের পক্ষ থেকে স্থানীয় পুলিশ থানার মাধ্যমে প্রথমে জানানো হয়, দমদম জেলে সুপ্রিয় ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে পরেছেন। এমতাবস্থায় কাকা সুশীল সাঁতরা সহ পরিবারের কয়েকজন দমদম জেলে যান, জানতে পারেন তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তৎক্ষণাৎ তাঁরা হাসপাতালে ছোটেন এবং সেখানে তাঁর মৃত্যুর খবর জানতে পারেন। তিনি আরও জানান, কাকা সুশীল সাঁতারা নিয়মিতই জেলে গিয়ে সুপ্রিয়র সাথে দেখা করতেন। গত ২রা জুনেও তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন এবং সেদিনও সুপ্রিয় সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন।

মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর গত ৬-৬-'২৩ তারিখে মৃতদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে এলে এলাকার লোকজন বিক্ষোভে ফেটে পরেন। তারা বারাসাত রোডের কাঁঠালিয়া মোড়ে মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ বিক্ষোভরত এলাকাবাসীদের উপর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে লাঠি চালায়।

এলাকাবাসীরা জানান, সুপ্রিয় অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিল। বাড়ির সম্মুখে তাঁর 'সন্ধ্যা টেলিকম সার্ভিস' নামের ছোট্ট দোকান থেকেই একমাত্র উপার্জনশীল হিসাবে পরিবারের দায়িত্ব পালন করতেন।

তথ্যানুসন্ধানের পর আমরা আমাদের পক্ষে সমস্ত রকম আইনানুগ সাহায্যের কথা জানিয়ে, আমাদের সাথে যোগাযোগের মোবাইল নম্বর দিয়ে ফিরে আসি।

তথ্যানুসন্ধান দলে উপস্থিত ছিলেন:

১) জয়শ্রী সরকার (রাজারহাট শাখা), ২) মধুসূদন হালদার (রাজারহাট শাখা)৩) শঙ্কর দাস (বেলঘরিয়া-নিমতা শাখা ৪) অর্চনা মিত্র (দেবীদি) (বেলঘরিয়া-নিমতা শাখা) ৫) শর্মিলা দে (বেলঘরিয়া-নিমতা শাখা) ৬) বাপী দাস(ইছাপুর-নোয়াপাড়া শাখা) ৭) অসীমা গায়েন (ইছাপুর নোয়াপাড়া শাখা) ৮) শুভায়ু চ্যাটার্জি (ইছাপুর-নোয়াপাড়া শাখা) ৯) অলোক দাস (পানিহাটি শাখা) ১০) সন্দীপ সিংহ রায় (নৈহাটি শাখা) ১১) সুশীল ঠাকুর (বীজপুর শাখা)।

রিপোর্ট: বেলঘরিয়া-নিমতা শাখার কর্মসূচি

১) ২৩ শে সেপ্টেম্বর ২০২৩, শনিবার বিকেল ৫ টায়, আড়িয়াদহ সখের বাজার মোড়ে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিষয় ছিল—

- PUCL-এর সম্পাদক সীমা আজাদ সহ মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদ।
- নিয়মগিরি সহ গোটা উড়িষ্যা জুড়ে জল-জঙ্গল-পাহাড় রক্ষার আন্দোলনের উপর ভয়ংকর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
- এন ই পি ২০২০ সহ রাজ্যের ৮২০৭ টি সরকারি স্কুল বন্ধের চক্রান্তের প্রতিবাদ।

সভায় বক্তব্য রাখেন, শাখার পক্ষে সহ সভাপতি বরুণ দাস, শঙ্কর দাস, শঙ্কর বিশ্বাস, সম্পাদকমন্ডলির সদস্য-সোমনাথ বসু, শাহানারা খাতুন ও সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর। সভায় নয়া শিক্ষা নীতি ২০২০ ও রাজ্যের সরকারি স্কুল বন্ধের বিপদ সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য রাখেন শাহানারা খাতুন। এই সভায় শাখা সদস্য ও সদস্যাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। বহুবছরের ব্যবধানে আড়িয়াদহের ঐ এলাকায় আমাদের সভা এলাকাবাসীর মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

ঐ সভা উপলক্ষে ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ঐ এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পোষ্টার লাগানো হয়।

২) গত ৭ই অক্টোবর, ২০২৩, শনিবার, দিল্লি সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও বিশিষ্ট সাংবাদিক,কবি ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার ও বেআইনী আটকের বিরুদ্ধে, বেলঘরিয়া বাটা মোড়ে শাখার উদ্যোগে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। শাখার ৮ জন সদস্য/সদস্যার উপস্থিতিতে হ্যান্ড মাইক নিয়ে ৩ ঘন্টার ঐ প্রতিবাদে যথেষ্ট নাগরিক সাড়া পাওয়া যায়।

এপিডিআর-এর সমস্ত শাখার কাছে রিপোর্ট পাঠানোর আহ্বান রইল।

রিপোর্ট: সোনারপুর শাখার উদ্যোগে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রশাসনের সমীপে দাবিপত্র পেশ ও অন্যান্য কর্মসূচি

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর) সোনারপুর শাখা দীর্ঘদিন ধরে সোনারপুর ব্লক ও রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা এলাকায় বিভিন্ন নাগরিক অধিকার ও প্রাকৃতিক পরিবেশরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের সময় এলাকার বেশ কয়েকটি আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা শাখার দ্বারা পর্যবেক্ষিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে আধার কার্ড জাল করে বা অন্য কোনও উপায়ে এক দল দুষ্কৃতী কিছু মানুষের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ তুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি নির্দেশেই বিভিন্ন ব্যক্তিগত পরিচিতি নির্দেশক কার্ড (যথা, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টস, গ্যাস বুকিং, মোবাইল ফোন নম্বর, ইত্যাদি)-এর সঙ্গে আধার কার্ড সংযুক্তি বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে এবং এখনও দেওয়া হচ্ছে। যার অর্থ, সরকারের ঘরে আধার কার্ড সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য সুরক্ষিত থাকবে বলে জনসাধারণকে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে। সেখানে যে হারে এই ধরনের জালিয়াতি ঘটে চলেছে তা'তে সেই সুরক্ষার উপর ভরসা রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। অন্য দিকে নিজস্ব আধার কার্ডের বায়োমেট্রিক তথ্য ঢোকানো সত্ত্বেও প্রতিটি রেশন দোকানে প্রতি মাসে এক দল মানুষ রেশন গ্রহণকালে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রে সেই তথ্য উদ্ধার না হওয়ার ফলে রেশনের খাদ্যদ্রব্য লাভে বঞ্চিত হচ্ছেন। এর ভিত্তিতে বলা চলে, প্রচুর পরিশ্রম করে লাইনে দাঁড়িয়ে আধার কার্ড করানো এবং আরও বহুবার লাইনে দাঁড়িয়ে সেই কার্ডের সঙ্গে অন্য কার্ডের সংযুক্তি ঘটানো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

সোনারপুর অঞ্চল উনিশ শতকের উদীয়মান নবচেতনার কাল থেকে বাংলার একটি উর্বর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে উঠেছে, যার পরিণামে এতদঞ্চলে বেশ কয়েকটি সুপ্রাচীন গ্রন্থাগার রয়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলির জনচাহিদার কথা মাথায় রেখে এক সময় এগুলিকে সরকারি পৃষ্ঠপোষতার অধীনে আনা হয়েছিল এবং পুর এলাকার নাগরিকদের সামাজিক সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করা হয়েছিল। বর্তমানে এরকম কয়েকটি গ্রন্থাগারে পেশাদার

গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হচ্ছে না, যার ফলে এগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে।

সোনারপুর শাখার বিভিন্ন সমীক্ষায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও উঠে এসেছে। কয়েকটি কর্পোরেটের দ্রুত ও অতিমুনাফার স্বার্থে এলাকার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বাড়িতে/ দোকানে চালু মিটার তুলে দিয়ে স্মার্ট মিটার লাগানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এর ফলে করোনা উত্তরকালে বিপর্যস্ত মানুষদের উপর শুধু যে নতুন করে এককালীন আর্থিক বোঝাই চাপিয়ে দেওয়া হবে তাই নয়, নানা ভাবে ও কৌশলে তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অর্থ আদায় করা হতে থাকবে। এবং অনাদায়ে তাদের বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা হবে।

আরেকটি পরিবেশ-রক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ও শাখা পর্যবেক্ষণ করেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের পুরসভা অঞ্চলের বেশ কয়েকটি জায়গায় অনেকগুলি বড় বড় জলাশয় কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের অনৈতিক ও বেআইনি তৎপরতায় দ্রুত ভরাট হয়ে চলেছে এবং অচিরেই সেখানে আবাসন দোকানপাট গড়ে তোলা হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের সমাগত ক্রমবর্ধমান জলসঙ্কটের দিনে বর্ষার জল ধরে রাখার জন্য এই জলাশয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখা এবং সংস্কার করার গুরুত্ব কোনওভাবেই কমিয়ে দেখা চলে না। জলাশয়ের সংখ্যা কমে আসার ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই বহু এলাকা এবং রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ছে ও জলনিকাশি ব্যবস্থার উপর চাপ বাড়ছে। সেই সঙ্গে চলছে নানা অজুহাতে যত্রতত্র বৃক্ষচ্ছেদন। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এলাকার জলাশয়, রাস্তাঘাট, নর্দমা, ঝোপঝাড় এবং অন্যান্য জায়গায় ঠিক মতো পরিষ্কার না করায় এবং পর্যায়ক্রমে মশানাশক স্প্রে না করার ফলে মশার বিপত্তি ও তার অনুসারি ডেঙ্গুর বিপদ জনজীবনে ধেয়ে আসছে।

এই সমস্ত নাগরিক অধিকার ও প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষার ইস্যুতে, এপিডিআর সোনারপুর শাখার তরফে গত ১৩ অক্টোবর '২৩-এ সোনারপুর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক-এর প্রতিনিধির নিকট দাবিপত্র পেশ করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য শংকর দাস, শাখা সম্পাদক জগদীশ সরদার, শাখা সহ-সভাপতি সরোজ বসু, দেবাশিস ভট্টাচার্য, প্রদীপ ঘোষ প্রমুখ। উক্ত দিনে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক-এর প্রতিনিধি শাখার দাবিপত্র গ্রহণ করেন এবং গুরুত্ব সহকারে শাখার দাবিগুলি শোনেন। এপিডিআর সোনারপুর শাখার প্রতিনিধিরা তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, দাবিপত্রের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব না দিলে আগামী দিনে সোনারপুর ব্লক ও পৌরসভা এলাকায় বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

প্যালেস্তাইনের গাজা'র সাধারণ জনগণ ও শিশুদের উপর যে অমানবিক হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে জায়নবাদী ইজরায়েল রাষ্ট্র, তার প্রতিবাদে গত ১ নভেম্বর'২৩ কেন্দ্রীয় এ পি ডি আর এবং অন্যান্য সংগঠনের ডাকে দৃপ্ত নাগরিক মিছিল হয় কলকাতার রাজপথে। সেই মিছিলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এপিডিআর সোনারপুর শাখার সদস্যরা।

রিপোর্ট : নৈহাটি-ভাটপাড়া শাখা

১৫ জুলাই '২৩ এপিডআর নৈহাটি-ভাটপাড়া শাখার উদ্যোগে গরিফা অগ্নিবীণা সাংস্কৃতিক সংস্থার ঘরে ''শ্রম আইন'' বিষয়ে একটি ঘরোয়া আলোচন সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা ছিলেন সকলের অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয় মানুষ— নাগরিক মঞ্চের নব দত্ত (নবদা)। শুধু শাখার সদস্যরাই নন আশেপাশের শাখাগুলির বহু সদস্য ও স্থানীয় মানুষের ব্যাপক উপস্থিতিতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে চলা এই সভায় শ্রমজীবী মানুষের ওপর পুঁজির ব্যাপক আক্রমণের ভয়াবহতা ও নাগরিক সমাজের এ-ব্যাপারে প্রায় অজ্ঞতা ও সীমাহীন ঔদাসীন্য নিয়ে উদ্বেগ উঠে আসে। সভাকক্ষ উপচে সভার বাইরেও বহু শ্রোতা ধৈর্য ও আগ্রহ সহকারে আলোচনায় ও আলোচনাশেষে প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করে।উপস্থিতি প্রায় যাটাধিক মানুষ।

জুলাই মাসের শেষে ও আগস্টের প্রথমে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাস,মহিলা কুস্তিগীরদের ওপর যৌন হেনস্থা, মণিপুরে জাতি দাঙ্গা ও নারীধর্ষণ... ইত্যাদির বিরুদ্ধে নৈহাটি ও কাঁকিনাড়া স্টেশন ও বাজার সংলগ্ন এলাকায় পোষ্টার লাগানো হয়।

১৪ই আগস্ট, ২০২৩ সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাঁকিনাড়া রথতলা অঞ্চলে টোটোগাড়িতে মাইক বেঁধে চলমান পথসভায় দু' জায়গায় একঘণ্টা করে গাড়ি থামিয়ে বক্তব্য রাখা হয়। এপিডিআর ও নৈহাটি নাগরিক উদ্যোগ যৌথভাবে এই কর্মসূচী রূপায়ণ হয়। বক্তারা সকলে

সাম্প্রতিক সবক'টি অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে বক্তব্যে তুলে ধরেন। সভায় কুড়ি-পঁচিশজন উপস্থিত ছিল।

১ অক্টোবর,'২৩ রবিবার, নৈহাটি-ভাটপাড়া শাখা ও একটি নাগরিক উদ্যোগের যৌথ আহ্বানে গরিফা রায়পাড়ায় অগ্নিবীণার কক্ষে ''অভিন্ন দেওয়ানী বিধি'', বিষয়ে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার মূল বক্তা ছিলেন, বিশিষ্ট আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তী। প্রায় তিনঘণ্টা ধরে প্রশ্নোত্তরসহ আলোচনায় সভা প্রাণবন্ত ছিল। প্রায় পঁয়ত্রিশ জন উপস্থিত ছিলেন।

৯ অক্টোবর,'২৩ 'নিউজ ক্লিক' সংবাদমাধ্যমের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রমণ, সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ সহ দেশজুড়ে গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান পথসভা নৈহাটি স্টেশন ও ভাটপাড়া কমলা স্টোর্সের মোড়ে অনুষ্ঠিত হয়।

১১ অক্টোবর,'২৩ একই বিষয়ে নৈহাটি স্টেশনের পূর্ব দিকে আনন্দ বাজারে বিকেল পাঁচটা থেকে শনিবার রাত সাড়ে-আটটা পর্যন্ত পথসভা হয়। ১৪ অক্টোবর,'২৩ প্যালেস্টাইনের গাজায় ইজরায়েলের নারীঘাতী শিশুঘাতী হিংস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে নৈহাটি স্টেশন ও বাজার সংলগ্ন অঞ্চলে পোস্টারিং হয়।

৪ নভেম্ববর থেকে ১২ নভেম্বর,'২৩, কালীপুজা-ছটপুজা-জগদ্ধাত্রী পুজা...উপলক্ষ্যে মাত্রাছাড়া বাজি-ডি জে বন্ধ তথা নিয়ন্ত্রণের দাবিতে আরও কয়েকটি সম -মনোভাবাপন্ন সংগঠনের সঙ্গে মিলিতভাবে নৈহাটি থানা, ভাটপাড়া থানা, পানপুর দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দপ্তর, নৈহাটি পুরসভা ও ভাটপাড়া পৌরসভায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

বাজি-ডিজে'র প্রতাপে সামাজিক ও পরিবেশ দূষণ বিষয়ে সচেতনতা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে একটি যৌথ প্রচারপত্র এলাকার বিভিন্ন জায়গায় বিলি করা হয়।

সম্পাদক— দেবাশীষ পাল

সামশেরগঞ্জ গঙ্গা ভাঙন: যেন পৃথক এক ভূখন্ড

গত ২৬ অক্টোবর ২০২৩ মাঝরাতে গঙ্গা নদী গ্রাস করল মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ ব্লকের উত্তর চাচন্ডের প্রায় পঁচিশটি বসত বাড়ি। আকস্মিক এই গঙ্গা-ভাঙনে নদী পার্শ্ববর্তী জনসাধারণ শুধু প্রাণটুকু নিয়েই পালাতে পেরেছিল। পরিচয় পত্র থেকে শুরু করে জীবনধারনের নূন্যতম উপকরণটুকুও তারা নিয়ে আসতে পারেননি। ঘটনার এতদিন পরেও মেলেনি কোনও সরকারি সাহায্য। নিজের ভূখন্ডে একপ্রকার উদ্বাস্তু হয়ে গেছেন সামশেরগঞ্জের মানুষ! যেন রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক আলাদা ভূখণ্ড, যেখানে কার্যত কোন সরকার নেই, নেই কোন সরকারি প্রতিনিধি, নেই জনস্বার্থে কোনও কাজ! এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন বিডিও, এম পি, গ্রামপ্রধান সহ অনেক নেতা, মন্ত্রী ও আমলারা। কিন্তু তারপর! ভাঙন এলাকার ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোষ্ট করেই তারা দায় সেরেছেন। একবারের জন্যও প্রয়োজন মনে করেননি ভাঙন বিধ্বস্ত মানুষের কথা শোনার, তাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতেও চাননি জনগণের ভোটে জেতা জনপ্রতিনিধি থেকে সরকারি আধিকারিক কেউই। অতএব, রুটি-রুজি বন্ধ থাকা অবস্থায় অলিতে-গলিতে কালো-ত্রিপল টাঙিয়ে চলছে ভাঙ্গনে কবলিত মানুষের দিন গুজরান। আলো-তো ছিল না তাদের জীবন, কালো ত্রিপলের নীচে জীবন তাদের আরও অন্ধকারে ডুবে গেল!

কেন এই নির্লিপ্ততা? ভাঙন বিধ্বস্ত মানুষের জীবনের দায় কার? তারা কি এ দেশের মানুষ নন? প্রশ্ন করছেন, সামশেরগঞ্জের জীবিকা হারানো গৃহহীন মানুষ। এপিডিআর কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী'র প্রতিনিধিগণ, মূর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ও সামশেরগঞ্জ শাখার সদস্যদের যৌথ উদ্যোগে ১৭ জনের একটি দল গত ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ তথ্যানুসন্ধানে যায়।

উত্তর-চাচন্ডের মানুষ তথ্যানুসন্ধানীদের কাছে আছড়ে পড়লেন তাদের রাগ, ক্ষোভ, কান্না, অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা নিয়ে। ভাঙনে ঘর হারানো, এমন-কী যাদের ঘর হারায়নি তারাও এগিয়ে এলেন তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কথা জানাতে। গ্রামের অধিকাংশ মহিলাই পেশায় বিড়ি শ্রমিক। পারিশ্রমিক, প্রতি হাজার বিড়ি বাঁধতে মাত্র ১৮০ টাকা। কিন্তু ভাঙনে ঘরের সাথে তলিয়ে গেছে বিড়ি বাঁধার কাঁচামাল, উপকরণও। তাহলে কী করে পেট চলবে তাদের! এলাকার নেতারা কিছুই করেনি তাদের জন্য। চাঁচন্ড সংলগ্ন ধানঘর ও পাহাড়ঘাট গ্রামের বাঁধ মেরামত হওয়া সত্বেও উত্তর চাচন্ড গ্রামের হয়নি। নেতারা বাঁধ মেরামতের বিষয়ে

কিছুই করেনি। সেইজন্যই উত্তর চাচন্ডে ভাঙ্গনের প্রকোপ এত বেশি। যে-নদীতে আগে এক-দেড় কিলোমিটার চর পেরিয়ে গোসল (স্নান) করতে যেতে হত সেই নদী গত ১০ বছরে এগিয়ে চলে এসেছে ঘরগুলির একেবারে কাছে। নদী উপকূলবর্তী সমস্ত উর্বর চাষের জমি গ্রাস করে নিয়েছে গঙ্গা। গ্রামের স্কুলগুলিতে আশ্রয় পায়নি উত্তর চাচন্ড গ্রামের ভাঙ্গন কবলিত কোনও মানুষ। বিডিও বলেছেন, স্কুলে গেলে পুলিশ দিয়ে তাড়াবে! বসবাসের অযোগ্য, এমন-জমিতে রাখার হুমকি দিয়েছেন বিডিও। লোকাল পঞ্চায়েতের নেতারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। ভাঙ্গনে কবলিত জনসাধারণের কোন দাবিই তারা তোলেন না।

গঙ্গানদী-ভাঙন যদিও এখানে নতুন ঘটনা নয়। গতবছরও গঙ্গাভাঙনে তলিয়ে গিয়েছিল মহেশটোলা, ঘনশ্যামপুর গ্রামের প্রায় দেড়শোটি পরিবারের বসত ঘর। যাদের বর্তমান ঠিকানা হয়েছে মহেশটোলার স্কুল। তথ্যানুসন্ধান দলের সদস্যরা প্রতাপগঞ্জ মহেশটোলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া মানুষের কাছে পৌঁছলে, স্কুলঘর থেকে একে একে বেড়িয়ে আসেন গ্রামবাসীরা। শোনান, গত একবছর ধরে এই স্কুল ঘরে রয়েছে দেড়শ পরিবার। প্রায় পাঁচশ মানুষ! এক-একটা ঘরে বউ বাচ্চা নিয়ে পাঁচ থেকে ছয়টি পরিবার। মাটিতে চাদর আর পাশে রাখা বইপত্র, বাসন-কোসন দেখে বোঝা যায়, ঘর বলতে তাদের কাছে একটা চাদরের যতটা পরিসর ততটুকুই তাদের ঘর! একঘরেই পাঁচ পরিবারের রান্না,খাওয়া, বাচ্চাদের পড়াশোনা চলে। জীবন চলে গৃহপালিত পশুদের মতো। দীর্ঘ একবছর ধরে স্কুলঘরগুলি কার্যত ত্রাণশিবিরে পরিণত হয়েছে। স্কুলের নিয়মিত পড়াশোনা রয়েছে বন্ধ। হ্যাঁ, গত একবছর ধরে এমনটাই চলছে। তথ্যানুসন্ধান দলের সদস্যরা তাদের কাছে জানতে চান, কোনও পুনর্বাসন পাননি? গ্রামবাসীরা ক্ষোভের সাথেই উত্তর দেন, একমানুষ জল দাঁড়িয়ে থাকা এমন-এক জলাজমিতে তাদের মধ্যে বিয়াল্লিশজনকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ জলাজমি বুজিয়ে ঘর-বাড়ি করতে যে পরিমাণ মাটি ফেলা প্রয়োজন তার সামর্থ্য কোথায় তাদের! তার উপর, ঐ জমির কিছুটা রয়েছে ব্যক্তি মালিকানায়। ফলত বর্তমানে ঐ জমি কোর্টে বিচারাধীন। সামগ্রিকভাবে, এই বাস্তবতা পুনর্বাসনে সরকারি মিথ্যাচারিতা ও ভাওতাবাজিকে স্পষ্ট করেছে। বিডিও হুমকি দিয়েছেন, স্কুল খালি করার। স্বভাবতই স্কুলের এক-চাদরের পরিসরটুকু ছাড়তে সাহস পাননি গ্রামবাসীরা। স্কুল ছাড়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এক লহমায় নিজেদের ঘরবাড়ি, জীবন জীবিকা হারিয়ে যাওয়া নিঃস্বহায় নিঃসম্বল ভাঙ্গন কবলিত এলাকার মানুষ।

এটা কী মানুষের জীবন! এই কী যাপন জীবনের! ভাঙন বিধ্বস্ত এলাকার মানুষের কথা শোনার পরেও থেকে যায় অধিকার রক্ষার লড়াইটা। এই এলাকার মানুষের সাথে যে প্রবঞ্চনা হয়েছে কয়েক দশক ধরে, তা শুধুমাত্র বর্ণনা আর রিপোর্টের মধ্যে আটকে ফেলে চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। তাদের চোখের আকুতি, তাদের ক্ষোভ চাইছে মানুষের বিবেক প্রসুত সমাধান। আর-তো কিছু না! উত্তরে আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানো, এপিডিআর কিছু করতে পারুক-না-পারুক, তারা খড়কুটোর মত হলেও চেপে ধরল আমাদের।

ক্ষোভের মধ্যেই উঠে এলো রাজ্য সরকারের অবজ্ঞার কথা। ভাঙনের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী যখন তার মন্তব্যে নদীপাড়ে বসতি গড়াকেই প্রশ্ন করেন, উত্তর চাচন্ডের মানুষ তখন আমাদের নিয়ে যান নদী পাড়ের একদম কাছে। স্মৃতিচারণায় উঠে আসে, প্রায় দশ হাজার বিঘা জমির ওপারে ছিল গঙ্গা! উর্বর জমিতে ফলতো ঘাম রক্ত ঝরানো জীবন ধারণের ফসল। চাষ বাস ছিল এই চাচন্ড বাসীর অন্যতম জীবিকা। সেই জমির ওপারে ছিল গঙ্গা। কিন্তু বছর-বছর প্লাবন হয়, ভাঙন হয়, চাষের জমি জলে ভেসে যাওয়ার সাথে-সাথে ভেসে যায় গ্রামবাসীদের জীবন জীবিকার ভিত্তি! যিনি ছিলেন কৃষক, আজ-এখন তাকে ভিনরাজ্যে-ভিনদেশে পাড়ি দিতে হয় জীবিকার সন্ধানে। সরকারের অবহেলায় ভাঙন আটকানো যায়নি। মানুষ কেবল গঙ্গা থেকে বাঁচতে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে, পিছোতে পিছোতে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে সত্যই আজ পেছনোর রাস্তাটাও বন্ধ হয়ে গেছে। দেওয়ালেও পিঠ ঠেকে-না তাদের; যেখান থেকে প্রাণ-পণে লড়াই করে জয় ছিনিয়ে আনা যায়। তাদের পিছনে-যে দেওয়ালও নেই! এই মানুষদের জয় নেই, বিজয়ও নেই!

তথ্যানুসন্ধান দলের সতেরোজন অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের তখন ঘিরে রয়েছেন কয়েকশ গ্রামবাসী। এইবার

তারা আর পিছোবেন না, মোকাবিলা করবেন। হতাশার বদলে তাদের মুখে উঠে আসে প্রত্যয়। গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত হলো, গ্রামবাসীরা দাবি জানাবেন জঙ্গিপুর এসডিও এবং মুর্শিদাবাদ জেলা শাসকের কাছে। তারাই নির্দিষ্ট করলেন, তিন দফা দাবি।

১) অবিলম্বে ভাঙ্গন প্রতিরোধে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা সরকারিভাবে গ্রহণ করতে হবে।

২) সামসেরগঞ্জের গঙ্গা ভাঙ্গন কবলিত সমস্ত পরিবারকে বাসযোগ্য জায়গায় অবিলম্বে পুনর্বাসন দিতে হবে।

৩) মহিলা বিড়ি শ্রমিক সহ সামশেরগঞ্জের গঙ্গা ভাঙ্গনে জীবিকা হারানো সকল মানুষের জন্য এককালীন পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ সহ সম্মানজনক উপযুক্ত জীবিকার ব্যবস্থা সরকারিভাবে করতে হবে।

পরের দিন, ৩০ অক্টোবর ২০২৩, সকাল দশ'টায় জঙ্গিপুর এসডিও এর কাছে রঘুনাথগঞ্জে ডেপুটেশন দিতে এপিডিআরের সাথে জড়ো হলেন প্রায় দুই শতাধিক গ্রামবাসী। এপিডিআরের ব্যানার সামনে রেখে পোস্টার, প্ল্যাকার্ড হাতে নিজেরাই নেতৃত্ব দিলেন মিছিলের, তুললেন স্লোগান। মহিলারা হাঁটলেন প্রখর রৌদ্রে কোলে থাকা বাচ্চাকে নিয়ে। এসডিও কে নিজেদের দূর্দশার কথা বলতে গিয়ে অব্যক্ত কান্নায় ভেঙে পড়লেন ভাঙনে বিধ্বস্ত এক লহমায় ঘর হারানো, জমি হারানো, জীবন জীবিকা হারানো মোমিন সাহেব। এসডিও কথা দিয়েছিলেন, নভেম্বর মাস থেকেই কাজ শুরু করার, দাবি পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টার। যদিও এলাকার মানুষ বুঝতে শিখছেন, অধিকার অর্জনের জন্য জনগণের শক্তিকেই এগিয়ে আসতে হবে। তারা এপিডিআরের সাথে এগোতে চেয়েছেন। চেয়েছেন এপিডিআরের সাংগঠনিক দায়-দায়িত্ব নিতেও।

আমাদের পর্যবেক্ষণ

সামশেরগঞ্জ ভাঙন আমাদের সামনে তুলে ধরেছে এক দীর্ঘ প্রবঞ্চনার বাস্তবতা। সরকারের ক্ষমতার সামনে সাধারণ মানুষ এতদিন ধরে শুধু আপোষ করে গেছেন এই প্রত্যাশায় যে, 'কিছু একটা বন্দোবস্ত হয়ত হবে'। কিন্তু বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়, এক সরকারের পর আর-এক সরকার আসে, বন্দ্যোবস্ত আর হয় না, হয়নি! নির্বাচনের সময় জন-প্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতিগুলি ঠিক ক্ষমতায় এলে হারিয়ে যায়! বদলাতে হয় জীবিকা, বাসস্থান, জীবনের ধারাগুলো। আর প্রতি মুর্হূতে আপোষ করতে-করতে আপোষ আর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙেছে ভাঙন কবলিত এলাকার গ্রামবাসীদের। তারা আওয়াজ তোলার স্পর্ধা পেয়েছেন। এপিডিআরের তথ্যানুসন্ধান দলের সাথীদেরকে জুড়তে চেয়েছেন সেই স্পর্ধার সাথে। হ্যাঁ, সাড়া দিয়েছিলাম আমরা, পাশে দাঁড়িয়েছি আমরা। তথ্যানুসন্ধান ও তারপরে শুধু রিপোর্ট লেখার নিছক অভ্যাস থেকে আমাদের বের করে আনলেন অধিকারের লড়াইয়ের ময়দানে, ভাঙন কবলিত সামশেরগঞ্জের মানুষ।

রিপোর্ট: বিবাদি বাগে পুলিশী ফরমানের প্রতিবাদে সভা

যে কোন প্রতিবাদী মিটিং মিছিলের জন্য পুলিশকে অন্তত ১৫ দিন আগে জানাতে হবে এবং দিতে হবে নানান মুচলেকা - কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের সাম্প্রতিক এই ফরমানের বিরুদ্ধে গত ১৩ সেপ্টেম্বর, '২৩ এপিডিআর (বিবাদি বাগ শাখা) বিবাদি বাগ ট্রাফিক আইল্যান্ডে পথসভা করে। আদালতের এমনই নির্দেশ-বলে পুলিশের তরফে কিছুদিন ধরে নানান মিছিল মিটিং বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। পথসভায় বিভিন্ন বক্তারা পুলিশের এই অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক ফরমান বাতিলের দাবি জানান। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সন্দীপ দাশগুপ্ত, শংকর দাস, অর্জুন সেনগুপ্ত, শংকর বিশ্বাস প্রমুখ।

সভায় শিক্ষক পদপ্রার্থীদের উপর কলকাতা ও বিধাননগর পুলিশের লাগাতার সন্ত্রাসের নিন্দা করা হয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবি জানানো হয়। খড়্গপুরে আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক দেবমাল্য বাগচির ষড়যন্ত্রমূলক গ্রেপ্তারির জন্য রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে সাংবাদিক হেনস্থা বন্ধের দাবিও জানানো হয়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণ করে রাজ্যে ৮২০৭টি বাংলা মাধ্যমে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল বন্ধের সরকারি ষড়যন্ত্রকে ভয়ংকর ঘটনা বলে অভিহিত করেন বক্তারা। শিক্ষার অধিকার রক্ষায় বক্তারা স্কুল বন্ধের সরকারি ফরমান বাতিলের দাবি জানান।

রিপোর্ট : মালদা শাখা

গত ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এপিডিআর মালদা শাখার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা। ''জাতীয় শিক্ষানীতি কি এবং কেন'' শীর্ষক এই আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক আবদুল কাফি, অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জি। ড. কুমার রানা এই আলোচনা সভার আর একজন নির্ধারিত বক্তা ছিলেন। পারিবারিক কারণে শেষ মুহূর্তে উপস্থিত হতে না পারায় উনি লিখিতভাবে ওনার বক্তব্য পাঠিয়ে দেন। আলোচনা সভায় কুমার রানার লিখিত ভাষণ পাঠ করেন এপিডিআর মালদা শাখার অন্যতম নেত্রী কেয়া বাগচী। প্রায় শ'দেড়েক শ্রোতার উপস্থিতিতে এই আলোচনা সভা মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামের সভাগৃহে প্রায় তিন ঘণ্টা চলে।

মালদা শাখার সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, শাখার প্রকাশনায় আগামী ৫ ডিসেম্বর, '২৩ দুইটি পুস্তক প্রকাশের হবে এবং তার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এর-মধ্যে ''ভারতে ফ্যাসিবাদের গুরুজী'' শীর্ষক পুস্তকটির রচয়িতা এপিডিআর মালদা শাখার প্রবীণ নেতা গৌতম চৌধুরী। জাতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ে আলোচনা সভার বিভিন্ন বক্তার বক্তব্য সংকলিত করে জাতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ে দ্বিতীয় পুস্তকটি একই সাথে মালদা শহরের বিনয় সরকার আবাস এর সভাগৃহে আগামী ৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে।

প্যালেস্টাইনের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের সমর্থনে এবং গাজা, ওয়েস্ট ব্যাংকে ইসরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদে গত ৩১ অক্টোবর,'২৩ বিকালে এপিডিআর মালদা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় একটি পথসভা। মালদা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ফোয়ারা মোড়ের এই পথসভায় বক্তব্য রাখেন এপিডিআর নেতা গৌতম চৌধুরী, অভিজিৎ ঘোষ, অরিন্দম বিশ্বাস এবং এপিডিআর মালদা শাখার সম্পাদক প্রদীপ বাগচী। এই পথসভায় কেয়া বাগচী কবিতা পাঠ করেন।

রিপোর্ট : কৃষ্ণনগর শাখা

১) নোনাগঞ্জ সীমান্তে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী-পাচারকারী সন্দেহে ১৮ ই সেপ্টেম্বর আট নম্বর ব্যাটেলিয়নের বি এস এফ জওয়ানরা গুলি করে হত্যা করে বাংলাদেশের নাগরিক মিজানুর রহমানকে। এই হত্যার বিরুদ্ধে প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও আট নম্বর ব্যাটেলিয়নের কমান্ডান্টকে ডেপুটেশ দেওয়া হয়।

দাবি ছিল—

* মিজানুর রহমানের হত্যার সাথে যুক্ত জওয়ানদের শাস্তি দিতে হবে।

* বিচারবিভাগীয় তদন্ত শুরু করতে হবে।

* সীমান্ত এলাকায় বি এস এর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে।

* অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি রাখা বন্ধ করতে হবে। গ্রামবাসীদের সুযোগ সুবিধা মতো গেট খুলতে হবে।

২) আই পি সি, সি আর পি সি বদল ও দেশজুড়ে এন আই এ হানার বিরুদ্ধে ৭ ই অক্টোবর জজ কোর্ট ফোয়ারার মোড়ে সারাদিনব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভ। ভারভারা রাও এর কবিতা 'কসাই' অবলম্বনে রাণাঘাট সৃজকের উপস্থাপনায় নাটক 'কসাই' উপস্থাপিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন, সম্পাদক মন্ডলী দুই সদস্য সোমনাথ বসু ও রাহুল চক্রবর্ত্তী

৩) দুর্গাপুজার মরসুমে ২০ থেকে ২২ অক্টোবর,'২৩ পোষ্ট অফিস মোড়ে কৃষ্ণনগর শাখা বুকস্টল দেয়। তিনদিন-ই বুক স্টলে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসেন। বই কেনেন। আলোচনা-আড্ডায় উঠে আসে, সামাজিক সমস্যা—এপিডি আর এর ভূমিকা ও কার্যকারিতা নিয়ে।

৪) ৭ নভেম্বর, প্যালেস্টাইন-এর স্বাধীনতা ও ইজরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শতাধিক মানুষের মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হয়। এই কর্মসূচী কৃষ্ণনগর শাখার আহ্বানে অন্যান্য সংগঠনগুলির সঙ্গে যৌথভাবে নেওয়া হয়।

রিপোর্ট: গদর স্মরণ— কান্দি শাখা

"দিনের আলোয় ওরা মেরে গেল তোমাদের, যেন পাখি

শিকারের খেলা ...

বসে বসে কাঁদছো মালান্না ?

খাপ খোলা তলোয়ার হও মাদীগান্না ...''

এপিডিআর-এর সুহৃদ গণশিল্পী বিপ্লবী চারণ কবি গদর স্মরণে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

গত ৬ই অক্টোবর, ২০২৩, বিকাল ৫টা থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি বাসস্ট্যান্ডের কাছে হিমালয় লজের

কনফারেন্স হলে বিপ্লবী গণশিল্পী চারণ কবি গদর স্মরণে এক প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করল এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি।

গদর স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য সভাপতি মন্ডলী নির্বাচিত হয়। কান্দির ঝাড় নাট্য গোষ্ঠীদর প্রধান সংগঠক পঞ্চানন দাস, কান্দির ৭০ দশকের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও জেলার প্রতিবাদী কবি শ্যামল সরকার, কান্দির প্রাবন্ধিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক অপরেশ চট্টোপাধ্যায়, কান্দির সুপরিচিত সমাজকর্মী আবরার হোসেন, এপিডিআর এর অন্যতম সহ সম্পাদক মৌতুলি নাগ সরকার ও এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সহ-সভাপতি রাহুল চক্রবর্তী সভাপতিমন্ডলী হিসাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এপিডিআর কান্দি শাখার সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সরকার সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন।

শুরুতেই বিপ্লবী গণশিল্পী গদরকে স্মরণ করে কান্দির ঝড় 'নাট্যগোষ্ঠী'র গণসংগীত হল ভর্তি দেড়'শ জন শ্রোতাকে মাতিয়ে তোলে। গান করে 'লীনাক্ষী সঙ্গীত অ্যাকাডেমি'। বহরমপুরের গণসংগীত শিল্পী বাপ্পা চক্রবর্তীর নকশাল -বাড়ির গান হল ভর্তি শ্রোতাকে এক স্মৃতি বিজড়িত লড়াকু পরিবেশ উপহার দেয়। কান্দির স্বনামধন্য বাউল শিল্পী দিলীপ বর্মনের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সময়োপযোগী গান শ্রোতাদের মন জয় করে নেয়।

গানের মাঝেই চলে বক্তব্য ও আবৃত্তি। বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সংগতি রেখে লড়াকু মেজাজে গণসংগীতের এক অসাধারণ উপস্থাপন করে কলকাতা থেকে আগত 'জনগণমন' দল। তাদের স্বরচিত সংগ্রামী গান শেষে শ্রোতারা উঠে দাঁড়িয়ে 'জনগণমন'র প্রতিটি শিল্পীকে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। গদরকে নিয়ে অসাধারণ বক্তব্য রাখেন কান্দির অপরেশ চট্টোপাধ্যায়। এপিডিআর-এর পক্ষ থেকে আজকের বাস্তব অবস্থায় অধিকার আন্দোলনের বাস্তবতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মৌতুলি নাগ সরকার। বিপ্লবী গণশিল্পী গদরের গানের বঙ্গানুবাদ আবৃত্তি করে শোনায় বহরমপুর থেকে আগত টুম্পা ঝাঁ। সভা শেষের আগে রাষ্ট্রীয় মদতে ঘটে চলা মণিপুরের জাতি দাঙ্গা নিয়ে সদ্য সমাপ্ত তথ্যানুসন্ধান গোটা হাউসের সামনে প্রজেক্টরের মাধ্যমে তুলে ধরেন এপিডিআরের সদস্য অমিতাভ সেনগুপ্ত।

বিপ্লবী গণশিল্পী গদর স্মরণ অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করে তোলার জন্য কান্দির জনসাধারণ এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটিকে এক অভূতপূর্ব সহযোগিতা করেছে। কান্দি শাখার সদস্যরা প্রোগ্রামটির প্রচার ও আর্থিক ব্যয় তুলবার জন্য দ্বারে দ্বারে গণ অর্থ সংগ্রহ করেছে ও লিফলেট বিলি করেছে। দুইদিন ধরে সারা কান্দি জুড়ে টোটোতে মাইক লাগিয়ে লিফলেট সহ গণপ্রচার করেছে। প্রোগ্রামটিতে কান্দির বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন সংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্য, এলাকার কবি, সাহিত্যিক, প্রতিবাদী যুবক, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ কান্দি শাখার সদস্যদের পরিশ্রমকে সার্থক করে তুলেছে। বিপ্লবী গণশিল্পী গদর গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনে এক স্ফুলিঙ্গের নাম। মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি এই স্ফুলিঙ্গটিকে কান্দির আপামর জনসাধারণের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার এক-চেষ্টা করেছে মাত্র। নিশ্চিতভাবে এই চেষ্টা কান্দি শাখাকে গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার অর্জনের লড়াইয়ে পুনর্গঠিত ও সক্রিয় করে তুলবে।

নাটকের উপর নিন্দনীয় নিষেধাজ্ঞা

বিশেষ প্রতিনিধি

নদিয়ায় ফের নাটক অভিনয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপালো তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা। এবার নবদ্বীপ পুরসভা। বাতিল করা হয়েছে ২৩ জানুয়ারি'২৪ প্রস্তাবিত চাকদা নাট্যজন প্রযোজিত দেবেশ চ্যাটার্জি পরিচালিত উৎপল দত্তের বিখ্যাত 'ব্যারিকেড' নাটকের প্রদর্শন ।

কিছুদিন আগে নদিয়া জেলার রানাঘাটে ভারভারা রাও এর 'কসাই' নাটক মঞ্চস্থ করায় স্থানীয় তৃণমূল নেতারা মারধোর করেছিল একটি নাট্যদলের কর্মীদের। বেলেঘাটায় তৃণমূলের সভার মাঠে নাটকের মঞ্চ তৈরি করায় মারধোর করা হয়েছিল সুপরিচিত অভিনেতা ও পরিচালক অমিত সাহা ও দলের অন্যান্যদের। একই রকমভাবে কলকাতায় ডি এ আন্দোলনকারীদের মঞ্চে নাটক করায় চাকদা নাট্যজনের পৌরসভার হলের বুকিং বাতিল করেছিল তৃণমূল পরিচালিত চাকদা পুরসভা। এর ফলে শেষ মূহূর্তে সংস্থার ৪ দিনের নাট্য উৎসব বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

বস্তুতপক্ষে শাসকের পর শাসক একই ট্রাডিশন চালিয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসের সময় টিনের তলোয়ার নাটকে হামলা হয়েছিল, কার্জন পার্কে প্রবীর দত্তকে হত্যা করা হয়েছিল। সিপিএমের সময় পশুখামার, উইঙ্কল টুইঙ্কল সহ বহু নাটকের অভিনয়ে সমস্যা তৈরি করা হয়েছিল। নাটকের মাধ্যমে সরকারের কাজের বিরোধিতা করলেই কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছে সব সরকার। চরম নিন্দনীয় সেই ট্র্যাডিশনই রক্ষা করে চলেছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার।

চাকদা পুরসভার বক্তব্য ছিল নিজেদের অনুষ্ঠান হবে বলে বুকিং বাতিল করা হয়েছে। এটা সত্যি হলেও (যদিও এটা সত্যি নয়) এটা মানা যায় না। হলের বুকিং দেখেই নিজেদের কর্মসূচি নেওয়া উচিত। না-হলে অন্য জায়গায় প্রোগ্রাম করা উচিত। কোনও অজুহাতেই এভাবে শেষ মুহূর্তে বুকিং বাতিল মেনে নেওয়া যায় না। এটা স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ। একইরকমভাবে সিপিএমের নাটক বলে 'ব্যারিকেড' নাটক বন্ধ করেছে নবদ্বীপ পুরসভা। এর তীব্র প্রতিবাদ হওয়া দরকার। যে দলের লোকই করুক, যে সরকারই করুক মতপ্রকাশের অধিকার কেড়ে নেওয়ার যে-কোন পদক্ষেপেরই বিরোধিতা করবে এপিডিআর।

রিপোর্ট: দার্জিলিং-কালিম্পং-কোচবিহার-মাথাভাঙায় এপিডিআর-এর নতুন শাখা গঠনের উদ্যোগ

৪ নভেম্বর, শনিবার, '২৩ কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সাক্ষী রেখে দুপুরের হিমেল রোদ্দুর গায়ে মেখে নেপালী ভাষী পাহাড়ি মানুষের অধিকারের আকুতি জুড়ে গেল সমতলের মানুষের মাতৃভাষায় ব্যক্ত অধিকার রক্ষার আন্দোলনের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের সঙ্গে। দার্জিলিং শহরের প্রাণকেন্দ্রে বহু ইতিহাসের সাক্ষী ঐতিহ্যপূর্ণ গোরখা দুঃখ নিবারণী সম্মেলনের সভাগৃহে APDR-এর দু'জন সহ সম্পাদক সহ কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতিতে দার্জিলিং নাগরিক সমাজের বহু অভিজ্ঞ ও নানা ধরনের গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে উঠে আসা মানুষরা গঠন করলেন এপিডিআর দার্জিলিং প্রস্তুতি কমিটি।

সদস্যদের মধ্যে আছেন আইনজীবী-শিক্ষক-সমাজকর্মী-ছাত্র আন্দোলনকারী সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। সে-দিন কমিটি গঠন হওয়ার আগে পারস্পরিক মত বিনিময় ও আলাপ আলোচনার পর্বে বক্তারা ইংরাজি-হিন্দি-নেপালী-বাংলা ভাষায় কথা বললেও প্রত্যেকের ভাষণে নিজস্ব অভিজ্ঞতার জ্বলন্ত অগ্নিময় আকুতি আবেগ উঠে এসেছিল ছিল; চা-বাগানের সঙ্গে যুক্ত মানুষের রক্ত-ঘাম-কান্না ভেজা যে মর্মস্পর্শী বেদনা উঠে এসেছিল।

পাহাড়ি অঞ্চলে শিক্ষা ক্রমশঃ ব্যয়বহুল হয়ে ওঠা, গরীব সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের ক্রমশঃ শিক্ষার আঙিনার বাইরে ফেলে দেওয়ার নির্মম প্রচেষ্টা ছাত্রদের মুখ থেকে ধ্বনিত হয়। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা বাংলাতেই সুন্দরবনের মৎস্যজীবী বা মালদহ মুর্শিদাবাদের নদী ভাঙনে বিপর্যস্ত মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে এপিডিআর-এর ভূমিকা বাংলাভাষাতে তুলে ধরেন। তখন ভাষার ব্যবধান কাটিয়ে তা সকলেরই হৃদয়ের মর্মমূলে স্পর্শ করে।

বাইরে থেকে যারা শৈলনগরী দার্জিলিং গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা-পাহাড়ি মানুষ ও চা-বাগানের সৌন্দর্যে অভিভূত হন বা আশানুরূপ পর্যটকসুলভ স্বাচ্ছন্দ্য বা সুবিধা না পেয়ে অনুযোগ করেন তাদের মধ্যে ক'জনের-ই-বা অনুভূতিতে ধরা পড়ে চাকচিক্য আর সমারোহের আড়ালে জ্বলছে বঞ্চনা-বৈষম্য আর প্রতিবাদে নিপীড়নের বল্গাহীন অধিকার লঙ্ঘনের কথা ও কাহিনী! যখন পাহাড়বাসীরা ক্ষোভে-রাগে-কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে থাকেন, কথায় কথায় বিনা বিচারে আটক, শান্তিপূর্ণ জমায়েত বা মিটিং করার অনুমতি না দেওয়া বা জোর করে মিটিং বন্ধ করে দেওয়ার কথা। তারা বলেন দার্জিলিং এলাকায় পাঁচশোরও বেশি স্কুল বন্ধ করার সরকারী সিদ্ধান্ত সত্যি সত্যিই রূপায়িত হলে তাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কী হবে! তখন স্পষ্ট হয় তাদের কাছে অধিকার রক্ষার সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা কতটা আর সে-কারণেই তারাই গঠন করলেন এপিডিআর দার্জিলিং শাখা (প্রস্তুতি কমিটি)।

অনুলতা গুরুং ও সুদান গুরুংকে যৌথ আহ্বায়ক করে বাইশ-জনের প্রস্তুতি কমিটি ৪ঠা নভেম্বর, ২০২৩ থেকেই পথচলা ও কর্মসূচী শুরু করে দিল।

কালিম্পং

গত ৫ই নভেম্বর, '২৩ কালিম্পং-এর স্থানীয় কিছু অধিকার রক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক মানুষদের সঙ্গে এপিডিআর-এর প্রতিনিধিদলের এক বৈঠকে দার্জিলিঙের

মতো একই সুরে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন সেখানকার স্থানীয় মানুষ। চাবাগানের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সইতে হচ্ছে সব দিক দিয়েই ব্যাপক যন্ত্রণা। এই সমস্ত চা-বাগানের জমির সংবিধান স্বীকৃত মালিকানা একমাত্র স্থানীয় চা-শ্রমিকদের। কিন্তু সরকার ও বাগান মালিকদের চক্রান্তে আজ তাদের প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় ক্রীতদাসের মত দিন গুজরান করতে হচ্ছে। তার ওপর এবছর কোন চা-বাগানেই বোনাস না-হওয়ার প্রতিবাদে সব চা-বাগান এখন বন্ধ। ফলে উৎসবের মরশুমে পাহাড়ি মানুষের কপর্দকশূন্য অবস্থা। তার ওপর কথায়-কথায় পুলিশ ও প্রশাসনের জুলুম তো আছেই।

কয়েকমাস আগেই তিস্তায় যে ভয়ঙ্কর প্লাবন এসেছিল তা'তে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল তিস্তাবাজার। কালিম্পং শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার মাত্র দূরেঅবস্থিত। মানুষের অভিযোগ সিকিম সরকার বিপর্যয় ঘোষণা করে সিকিমের দুর্গত মানুষদর, জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। অথচ, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় স্থানীয় গ্রাম শহরের মানুষজন যতদূর সম্ভব সমস্ত শক্তি নিয়ে ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনও সাহায্য-ই মেলেনি। অথচ এই সময় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে রাজধানী কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ উৎসবে উপচে পড়েছে।

পাহাড় ও পাহাড়বাসীর প্রতি রাজ্যসরকারের উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের বঞ্চনা বইতে-বইতে কালিম্পং এর কিছু অগ্রণী সমাজকর্মী এপডিপার-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনান্তে জানান খুব দ্রুতই কালিম্পং-এ এপডিআর-এর শাখা তৈরি হবে। তিস্তার প্লাবনে বিপর্যস্ত এলাকায় তথ্যানুসন্ধান ও তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে উঠে আসা দাবি-দাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন ও সরকারী ভাবে বিপর্যস্ত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করা হবে। কোন পর্যায়ে তা এই ঘটনাই স্পষ্ট করে দেয়।

কোচবিহার-মাথাভাঙা

৬ নভেম্বর, '২৩ বিকেল থেকে সন্ধ্যা কোচবিহার শহরের একটি বাড়িতে আলোচনায় বসলেন কোচবিহারের মানুষ ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা। প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূর থেকে এসে সেই সভায় যোগ দিলেন আলিপুরদুয়ার শাখার সদস্যরা। উল্টোদিক থেকে আরও প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরের তুফানগঞ্জ শহর থেকেও আরও প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরের বাংলাদেশ লাগোয়া বিএসএফ অধ্যুষিত প্রত্যন্ত গ্রাম ধাদখালি-নাককাটি থেকে এসেছেন বিএসএফ-এর হাতে পদেপদে লাঞ্ছিত ও তা সত্ত্বেও বিএসএফ-পুলিশের যৌথ হামলার সঙ্গে সমানে টক্কর নেওয়া দুই সাহসী মানুষ— বাকির হোসেন ও আব্দুল সাত্তার।

রাত আটটায় আলোচনা শেষ হলো। ঐরাতেই ওনারা গ্রামে ফিরে গিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলেন। পরের দিন সকাল আটটায় ঐ সীমান্ত ঘেঁষা গ্রামে কাঁটাতারের বেড়ার প্রায় গায়েই ধাদখালি-নাককাটি ICD (আইসিডিএস সেন্টারে বহু গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে APDR কোচবিহার-তুফানগঞ্জ প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হলো। বাকির হোসেন, জৈনুদ্দিন সরকার, মঞ্জি খালেদাএবং আব্দুল সাত্তার— এই চারজনকে আহ্বায়ক করে চোদ্দ জনের প্রস্তুতি কমিটি পথ চলা শুরু করে দিল (ঐতিহাসিক) ৭ই নভেম্বর থেকেই।

সীমান্ত এলাকায় প্রশাসন-পুলিশ-বিএসএফ-এর সাধারণ মানুষকে পদে পদে হেনস্তা-হয়রানি ও অপমানের প্রতিকারে তারা অবিলম্বে জেলা শাসকের কাছে ব্যাপক জনসমাগমে ডেপুটেশন দেবেন জানালেন।

তথ্যানুসন্ধান: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর-এ হত্যাকান্ড ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা

গত ১৩ নভেম্বর সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানার বামনগাছি পঞ্চায়েতের কামারিয়া গ্রামের সইফুদ্দিন লস্কর (৪৮) আততায়ীর দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। কে সাইফুদ্দিন লস্কর? বামনগাছি পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী সইফুদ্দিন লস্কর। তিনি নিজেও ঐ গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। পেশায় বারুইপুর কোর্টের মুহুরী। ২০১৩ সাল পর্যন্ত সিপিএমের দলীয় কর্মী ছিলেন। ২০১৩ সালে তিনি সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। মুহুরী হওয়ার সুবাদে থানায় যাওয়া আসা বাড়ে এবং আস্তে আস্তে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিও বাড়ে। জয়নগর থানা এবং বকুলতলা থানা এই দু'টি থানা সইফুদ্দিন নিয়ন্ত্রণ

করতেন। এছাড়া চালতাবেড়িয়া, জাঙ্গালিয়া বামুনগাছিয়া ও বারাসাত পঞ্চায়েতে যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার করেন। এই চারটে পঞ্চায়েত চলতো তার অঙ্গুলি হেলনে! এইভাবে প্রতিপত্তি বিস্তার করে তিনি শাসক দলের সামনের সারিতে চলে আসেন। এটা নিয়ে শাসক দলের নেতৃত্বের মধ্যে চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়, বলে গ্রামবাসীরা জানান। কয়েক বছর আগে জয়নগর শহরের পৌর নির্বাচনে ব্যাপক রিগিং বুথ দখল এবং ছাপ্পা ভোট হয়েছিল। লোকে বলে এর মাস্টারমাইন্ড ছিলেন ঐ সইফুদ্দিন লস্কর!

সে-দিন কাক-ভোরে শইফুদ্দিন তাঁর নিজের গ্রামে গুলিবিদ্ধ হলে স্থানীয় মোমরেজগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানকার ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর মারা যাওয়ার খবর লোকমুখে রটে গেলে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে সিপিএম প্রভাবিত গ্রাম বলে পরিচিত দোলুয়াখালী গ্রামে কয়েক শো শাসকদলের লোকজন হামলা চালায়, বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের বক্তব্য সকাল আটটা নাগাদ পাঁচ ছয় জন পুলিশ তাঁদের গ্রামে ঢোকে। তারপরেই হু-হু করে কয়েক'শো মানুষ জমায়েত হয় এবং একের-পর-এক ঘর লুটপাট করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তা' নিয়েও এক বাসিন্দা পেশায় সাংবাদিক তিনি থানার আইসি কে ফোন করলে, আইসি জানান, আমি গ্রামে যাচ্ছি। অনেকক্ষণ পরে আইসি গ্রামে ঢুকলেও দুষ্কৃতীদের কোনোভাবে নিরস্ত করেননি। প্রথমে যে ৫/৬ জন পুলিশের দল থানায় আসেন, তাঁদের হাতে পায়ে ধরতে শুরু করেন লস্কর পাড়ার মহিলারা। কিন্তু তারা সাফ জানান, আমরা পাঁচজন আছি, এত মানুষকে ঠেকানো আমাদের পক্ষে মুশকিল!

গত ১৫ নভেম্বর এপিডিআর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে জয়নগর ও গোচরণ-দক্ষিণ বারাসাত শাখার মোট ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল জয়নগরের দোলুয়াখালী গ্রামে যায়। এলাকার বহু নারী পুরুষের সঙ্গে কথাবার্তার প্রেক্ষিতে ওপরের বিষয়গুলো আমাদের নজরে আসে।

আমাদের পর্যবেক্ষণ— দোলুয়াখালীর লস্কর পাড়ায় প্রায় ৬০/৭০ লক্ষ টাকার মত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখনো পর্যন্ত প্রায় ১০০ জনেরও বেশি মানুষ গ্রাম ছাড়া হয়ে আছেন, তাঁরা বাড়ি ফিরতে পারছেন না। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আকলিমা লস্কর সহ বহু ছাত্র-ছাত্রীদের বই সহ যাবতীয় নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বাড়িগুলোর বাসিন্দাদের জামা কাপড় দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র চাল ডাল সবকিছুই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, জব কার্ড সহ বাড়ির দলিল, এডমিট মার্কশিট সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আমাদের দাবি

১) গত ১৩ নভেম্বর পুলিশের উপস্থিতিতে ঘর ভাঙচুর করে জ্বালানো হল! পুলিশের এই ভূমিকা নিয়ে অবিলম্বে তদন্ত করে দোষী পুলিশদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। পুলিশের এই ভূমিকা সন্দেহজনক! প্রকৃত দোষীদের আড়াল করতেই কি পুলিশের এই ভূমিকা? এখনও একজনের বেশি গ্রেপ্তার হল না— কেন? গ্রাম জ্বালানোর অপরাধীরাও অধরা কেন?

২) অবিলম্বে ঘর ছাড়াদের ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা প্রশাসনকে করতে হবে।

৩) এলাকায় শান্তি ফেরাতে অবিলম্বে প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে হবে।

৪) আমাদের পর্যবেক্ষণে প্রায় ষাট থেকে সত্তর লক্ষ টাকার মত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঐ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা প্রশাসনকেই করতে হবে।

৫) অতি দ্রুততার সাথে পোড়া ভাঙ্গা-চোরা বাড়িতে যে সমস্ত মহিলারা আছেন তাঁদের দৈনন্দিন ব্যবহার্যের জামা কাপড়, শীত-বস্ত্র, খাওয়া-দাওয়ার, চাল ডাল তেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) পুলিশ হেফাজতে ইতিমধ্যেই ধৃত ব্যক্তির উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। মূল ষড়যন্ত্রীদের আড়াল করতে তাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে।

তথ্যানুসন্ধানে অংশগ্রহণকারীরা হলেন— আলতাফ আমেদ, মিঠুন মন্ডল, শেখ পলাশ মেহেদী, বাপ্পা খান, শুভ্র মল্লিক, তন্ময় মন্ডল।

রিপোর্ট: কেন্দ্রীয় কর্মসূচি

নয়া উদার অর্থনীতির পক্ষে ও আরএসএস-এর হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে সংবিধান এর ব্যাপক রদবদল আনতে, প্রতিবাদী শক্তিকে প্রতিহত করতে রাষ্ট্র একের-পর-এক আইনে পরিবর্তন আনতে সংসদে কিছু বিল

আলোচনার সুযোগ না দিয়েই আর কিছু বিল পেশ করেছে যা পাশ করিয়ে নিতে পারলে তাদের সমস্ত উদ্দেশ্য সফল করে তোলার পক্ষে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। হিন্দি ভাষায় নতুন নামের মোড়কে IPC, CRPC ও EVIDENCE ACT পরিবর্তন করতে সংসদে পেশ করা বিলে মানুষের অধিকার খর্ব করবার ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অজুহাতে প্রতিবাদীদের আটক রাখার আইনকে আরও কঠিন করতে চায়। পেশ করা নতুন ফৌজদারী আইনের বিলগুলো প্রত্যাহার করবার, উত্তর প্রদেশ পিইউসিএল এর রাজ্য সভাপতি সীমা আজাদ ও অন্যান্য সমাজকর্মীদের NIA হেনস্থার প্রতিবাদে, উড়িষ্যার তিন জেলায় উন্নয়নের নামে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ও আদিবাসীদের সংগ্রামের সমর্থনে ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, মণিপুরে ধর্মীয় জাতিদাঙ্গা বন্ধে আলোচনার পরিবেশ তৈরির জন্য, দাঙ্গায় মদতের অভিযোগ ওঠা বীরেন সিং সরকারের পদত্যাগের দাবিতে, পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে ঠুড়গা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের জন্য স্থানীয় মানুষের আন্দোলনের সমর্থনের মতো বিষয়গুলো নিয়ে গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩, হাজরার মোড়ে একটা পথসভার আয়োজন করে এপিডিআর। প্রাকৃতিক দূর্যোগ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন বক্তারা উপস্থিত সদস্য ও শ্রোতাদের কাছে দুপুর সাড়ে তিনটে থেকে দীর্ঘ আটটা পর্যন্ত এই বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, সাইবার জালিয়াতির প্রেক্ষিতে ব্যাঙ্ক একাউন্টের সাথে আধার কার্ড এর সংযোজনকে দায়ী করে আধার কার্ডের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবার ও সাইবার জালিয়াতির দায় ব্যাঙ্ককে গ্রহণ করে অর্থ ফেরত দেওয়ার দাবি নিয়ে বিবাদী বাগ ট্রাফিক আইল্যান্ডে জমায়েত করে মিছিল করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গণডেপুটেশন দেয়। পাঁচজন প্রতিনিধি এই দলে ছিলেন যারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধির সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় ব্যাঙ্ক জালিয়াতিতে ভুক্তভোগীরা বক্তব্য রাখেন।

প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে এবং মার্কিন মদতে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে যুদ্ধনীতিকে অগ্রাহ্য করে ওয়েস্টব্যাংক ও গাজায় প্যালেস্টাইনের নিরীহ নারী শিশু ও মানুষের হাসপাতাল শিক্ষাক্ষেত্রের ওপর যে ব্যাপক বর্বর হত্যালীলা চালিয়েছে তা বন্ধের দাবীতে ১ নভেম্বর ২০২৩, এপিডিআর-এর উদ্যোগে কলকাতা দেখলো এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদী মিছিল। গণ আন্দোলনের বিভিন্ন সংগঠন কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসের সামনে জড়ো হতে শুরু করে যথা সময়েই সঙ্গে এই বর্বরতা বন্ধের দাবিতে নানা রঙের পোস্টার ফেস্টুন প্যালেস্টাইনের পতাকা নিয়ে। বিভিন্ন সংগঠনের নারী-পুরুষ ছাত্র-ছাত্রী এমনকি পদযাত্রা করে আসা নয়জন বালক-বালিকা ও বয়স্ক বহু মানুষ বিক্ষোভে মিছিলের সঙ্গে মিলে যায়।

APDR ছাড়াও PDSF, RSF, ISU, AISA, DYSA, WPSUF, CRPP, WORKERS INITIATIVE (SSC), N0 NRC MOVEMENT, AIPWA, প্রতিভাষ্য, আজাদ গণমোর্চা, সাবিম, বাংলার কৃষক শক্তি, গণ অধিকার মঞ্চ (দুর্গাপুর) সংগ্রামী কৃষক মঞ্চ, সংগ্রামী শ্রমিক মঞ্চ, জনগণমন, শ্রমজীবী নারী মঞ্চ ও পশ্চিমবঙ্গ গণ-সংস্কৃতি পরিষদ যোগ দেয় এই জমায়েতে। কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসের সামনে এই জমায়েত গণ সংগীত দিয়ে শুরু হয়। এরপর অংশগ্রহণকারী সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাদের সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই মিছিলে ব্যাপক সংখ্যায় সাধারণ মানুষ যোগ দিতে থাকে। মিছিল বৃহৎ আকার নেয় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে। প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার স্বপক্ষে ও মার্কিন মদতে গণহত্যার বিরুদ্ধে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে জনপথ। অংশগ্রহণকারী প্রতিটা সংগঠনের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল স্মরণে রাখার মতো। মিছিল ধর্মতলায় পৌঁছানোর পর আবার বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য পেশ করেন। এছাড়া উৎসাহী সাধারণ মানুষ ও তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সভা শেষ হয় গণ সঙ্গীত দিয়ে। এই স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের স্বার্থে পরিচালনা করবার গুরুদায়িত্ব বর্তাবে এপিডিআর সহ অংশগ্রহণকারী প্রতিটা সংগঠনের ওপর।

মণিপুরে চলমান সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে কোঅর্ডিনেশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস অর্গানাইজেশন (CDRO)-র তথ্যানুসন্ধান

সম্প্রতি ১৩-১৮ই সেপ্টেম্বর CDRO-এর একটি ১৬ সদস্যের দল মণিপুরের চলমান দাঙ্গা পরিস্থিতিতে

সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানে যায়। এই দলে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মানবাধিকার সংগঠন সামিল হয়— তথ্যানুসন্ধানে ছিলেন APDR (পশ্চিমবঙ্গ), AFDR (পাঞ্জাব), MASS (আসাম), ও অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা CLC-র কর্মীরা।

এই টিম তথ্যানুসন্ধানে পৌঁছেছিল, মেইতেই ও কুকি জনজাতির মধ্যে চলমান গোষ্ঠী সংঘর্ষে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত রাজধানী ইম্ফল ও উপত্যকা অঞ্চল এবং কাংপোপকি ও চুড়াচাঁদপুর (স্থানীয় নাম 'লমকা') পার্বত্য জেলায়। তথ্যানুসন্ধান চালানোর প্রয়োজনে মণিপুরের বিভিন্ন জনজাতি ও আদিবাসী সংগঠনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাগা জনজাতির প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল, কুকি-জো জনজাতির তরফে ইন্ডিজেনাস ট্রাইবাল লিডার্স ফোরাম (ITLF), কুকি ছাত্রদের সংগঠন অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন মনিপুর (ATSUM), মূলত মেইতেই জন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ত্বকারী সংগঠন কো অর্ডিনেটিং কমিটি অফ মনিপুর ইন্টিগ্রিটি (COCOMI), অল মণিপুর ইউনাইটেড ক্লাবস' অর্গানাইজেশন (AMUCO) ইত্যাদি। এছাড়াও ইম্ফল শহরের প্রান্তে দাঙ্গা পীড়িত মেইতেই-দের আশ্রয় শিবিরে এবং সেনাপতি ও চূড়াচাঁদপুরে চলমান দাঙ্গায় সর্বস্ব খোয়ানো কুকি জনজাতির মানুষদের আশ্রয় শিবিরে পৌঁছেছিল তথ্যানুসন্ধান দল।

২০২৩-এর মে মাসের ৩ তারিখের পর থেকে CDRO তথ্যানুসন্ধান দল মনিপুরে পৌঁছনো পর্যন্ত মেইতেই ও কুকি -দের মধ্যে দাঙ্গায় অন্তত ১৮০ জন মানুষের প্রাণ গেছে, আহত আট শতাধিক, ২৯২টি গ্রাম ও সাড়ে ৪ হাজার বাড়ি ভস্মীভূত, পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৩৫৭টি চার্চ, ৫১০১টি অগ্নি সংযোগের ও অন্যান্য হিংসার অভিযোগে ৬,৫২৩টি FIR আর দায়ের হয়েছে।

রিপোর্ট: হুগলী জেলা ও শাখাগুলির কার্য্যাবলীর প্রতিবেদন

৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শ্রীরামপুর শাখা আয়োজিত যতীন লাহিড়ী স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। বলেছেনঃ শ্রীমতি আফরোজা খাতুন ও শ্রী রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী। বিষয় ছিল, ''অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রস্তাব ও বাস্তবতা''। উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৪৫ জন ।

৫ নভেম্বর, ২০২৩ হুগলী জেলা কমিটির উদ্যোগে অলোচনা অনুষ্ঠিত হয় হগলী জেলার রিষড়ায়। বিষয় ছিল, ''নয়া শিক্ষনীতির ভবিষ্যৎ কোন পথে''। বলেছেন, সঞ্জীব আচার্য্য।

প্রবীর হালদারের মৃত্যু ও কিছু প্রশ্ন

প্রবীর হালদার। এপিডিআর ডায়মন্ড হারবার শাখার সদস্য। তিনি কাউন্সিল সদস্যও ছিলেন। মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হলো। অভাবনীয় এই মৃত্যু আমাদের হতবাক করেছে। আমরা শোকগ্রস্ত।

একটি মৃত্যু ও কিছু প্রশ্ন রেখে গেল, রাষ্ট্র এবং সমাজের কাছে। জীবন ধারণের জন্য যে বিশ্বাস নিয়ে আমরা পথে-প্রান্তরে ছুটে বেড়ায় সে বিশ্বাস কিছুটা হলেও টলে গেল। শুধু কী অধিকার! কোথায় গেল সমাজের বিবেক, সহর্মমিতা!

শিয়ালদা স্টেশনে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাওয়া আসা। এত মানুষের সমাগম যেখানে, সেখানে মেডিকেল সহায়তার কোন ব্যবস্থা আছে কি? এত মানুষের মধ্যে কারোর যদি কোন শারীরিক অসুবিধা হয় তাহলে কী হবে? কোনও মানুষ যদি খুব গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন সে ক্ষেত্রে ষ্টেশন কর্তৃপক্ষ কোনও সহযোগিতা করবে না? কোনও দায় কী নেবে না!

গত ৭ নভেম্বর সন্ধ্যে ৫টা নাগাদ ডায়মন্ড হারবারের বাসিন্দা এবং এপিডিআর কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য প্রবীর হালদারের শিয়ালদা ষ্টেশন চত্বরে কার্ডিয়াক অ্যাটাক হয়। শিয়ালদার ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মুখে তিনি বসে পড়েন। এক সহৃদয় নিত্য যাত্রী সেই মুহূর্ত তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন, সে খুবই অসুস্থ। তিনি তার চোখে-মুখে জল দেন, জল খাওয়ান এবং তারপর নিত্যযাত্রীদের কাছে কাতর আবেদন করেন তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য সাহায্য করতে। কিন্তু কেউই সে-ডাকে সাড়া দেয় না। ওই সহৃদয় ব্যক্তি জিআরপির কাছে যান, সাহায্যের জন্য। সেখানে তেমন কোনও সাড়া পাননি, যদিও একটা ট্রলি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। সেই ট্রলির উপরে প্রবীরকে চাপিয়ে স্টেশন থেকে বের করে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে নিকটবর্তী নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে যান। ইতিমধ্যে ৩৫/৪০ মিঃ কেটে গেছে। হাসপাতালে ঢোকার আগেই সে

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে ঐ ব্যক্তি জানান। ঘটনাটি কলকাতার কোনও সংবাদ মাধ্যমে আসেনি!

এখন প্রশ্ন হল, এই ধরনের ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কী মারা যাবেন মানুষ! ছারখার হয়ে যাবে তাঁর সংসার! রেল কর্তৃপক্ষের ন্যূনতম দায় কি থাকবে না? রেল কর্তৃপক্ষের থেকে কোনও মেডিক্যাল সহায়তা পাওয়া যাবে না?

এই হৃদয় বিদারক মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের জানান দিয়ে গেল দাবি তুলতে বাধ্য করলো: অবিলম্বে কলকাতার ব্যস্ততম স্টেশন শিয়ালদায় ২৪ ঘন্টার জন্য জরুরী চিকিৎসা পরিষেবা চালু করতে হবে।

ক্রমশই বল্গাহীন হয়ে উঠছে পুলিশ

খোদ কলকাতায়, লালবাজার থেকে দুই-তিন কিলোমিটার দূরে, আমহার্স্ট্র থানায় সন্ধে ৬টার সময়ে থানার মধ্যে এক যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল। অশোক সিং নামের ঐ যুবক চোরাই মোবাইল ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করে পুলিশ ওকে আমহার্স্টিট থানায় মোবাইল জমা দিতে বলে। থানায় মোবাইল জমা দিতে গেলে পুলিশ তাকে মারধোর করে বলে অভিযোগ। পরিণতিতে ঐ যুবক মারা যায়।

সাম্প্রতিককালে পাঁচলা, নবগ্রাম, নরেন্দ্রপুর, গল্ফগ্রীন— একের পর এক থানা লকআপে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোন হেলদোল নেই সরকারের। সাজা হয়না কোনও পুলিশের। হৈ-চৈ হলে বড়জোর দুই-তিন মাসের জন্য ক্লোজ করে ফের চুপিসাড়ে পোস্টিং দিয়ে দেওয়া হয়। এমনকী এসব অফিসার সরকারের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। এক ধরনের মিডিয়া এদের দাবাং অফিসার বলে পিঠ চাপড়ানি দেয়। এই চলছে বছরের পর বছর। আদালতে গেলে কুড়ি-বাইশ বছরের আগে কোনও ফল পাওয়া যায় না। ফল যা-হওয়ার তাই হচ্ছে।

ক্রমশই বল্গাহীন হয়ে উঠেছে পুলিশের আচরণ। কিছুদিন আগেই বারুইপুর জেলে তিনদিনের মধ্যে মারা যায় ৪ জন বিচারাধীন বন্দি। চারজনকেই কোর্টে তোলার আগে থানা হেফাজতে প্রচন্ড মারধোর করা হয়েছিল। এরকমই চলছে। আসলে সরকার ক্রমশই পুলিশ নির্ভর হচ্ছে। নির্বাচনে পুলিশকে ভোট লুঠের কাজে ব্যবহার করা হয়, এমনকী দলের ভিতরকার বিরোধও মিমাংসা হয় পুলিশ দিয়ে। ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে। ক্রমশই বল্গাহীন হয়ে উঠেছে পুলিশ। প্রশ্ন হচ্ছে, এর শেষ কোথায়, কীভাবে! এই প্রশ্নটাকেই গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দরকার।

বাঘে আক্রান্তের মামলায় তাৎপর্যপূর্ণ রায়

সঞ্চিতা আলী

সুন্দরবন এবং সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চলে প্রায় কয়েক হাজার মৎসজীবী-মৌলের বাস যারা দশকের পর দশক ধরে রুটিরুজির স্বার্থে জল-জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। প্রতিদিন নদী-জঙ্গল থেকে মধু, মাছ, কাঁকড়া, মিন, শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে এইসব প্রান্তিক খেটে খাওয়া মানুষ কোনোরকমে সংসার চালান, ছেলেমেয়েদের মুখে দু'মুঠো ভাত তুলে দেন। জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে প্রায়শই তাঁদের বাঘ-কুমিরের মুখে পড়ে প্রাণ হারাতে হয়। অল্প ক্ষেত্রে লড়াই করে কোনোমতে বেঁচে ফেরেন কিছুজন, তবে বাঁচলেও কর্মক্ষমতা হারিয়ে বাকি জীবনটুকু পঙ্গু হয়ে কাটিয়ে দিতে হয়। গত পাঁচ বছরের হিসেব যদি দেখা যায়, তাহলে এখনো পর্যন্ত বাঘের আক্রমণে নিহত ও আহত মিলিয়ে সংখ্যাটা প্রায় ১৩২। গতবছর বাঘের আক্রমণে নিহত হন প্রায় ১১ জন, আহত ৪ জন এবং এবছর এখনো পর্যন্ত বাঘে আক্রান্তের সংখ্যা (নিহত ও আহত) প্রায় ১০ এর উপর।

বাঘের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো একমাত্র রোজগেরে সদস্যকে হারিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে বর্তমানে ভীষণ অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। সংসারটুকু চালানোই তাদের কাছে কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশিরভাগই বাচ্চাদের পড়াশুনোর খরচ চালাতে না পেরে পড়াশুনো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এ এক ভয়ংকর অবস্থা! অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এর একটি নির্দেশনামায় (Cercular no-1805 for /0/11 m-95/2011(pt-1) স্পষ্টতই বলা আছে, বাঘ তথা বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নিহতের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা এবং গুরুতর আহত ব্যক্তিকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তবে প্রশাসনিক অসহযোগিতা এবং বাধার কারণে দু' একটি পরিবার বাদে এযাবৎ ন্যায্য ক্ষতিপূরণ কেউ পাননি । নদীতে নামার বিএলসি পাসের কাগজ সহ বাঘে আক্রমণের বিষয়টি স্থানীয় বনদপ্তরে জানাতে গেলে

বেশিরভাগ সময় কাগজ জমা নেওয়া হয়না। বা জমা নিলেও রিসিপ্ট কপি দিতে অস্বীকার করা হয়। নিয়মানুসারে বাঘে আক্রমণের ক্ষেত্রে মৃতদেহ যে স্থানে পাওয়া যায় সেখানে ভিক্টিমের পরিবারের কোনো একজন সদস্যকে নিয়ে তথ্যানুসন্ধানে যাওয়ার কথা, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় পরিবারের কাউকেই তথ্যানুসন্ধান দলে রাখা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নদীতে (বিএলসি পাশ নিয়ে) মাছ-কাঁকড়া ধরার সময় নৌকায় বাঘ আক্রমণ করে কাউকে টেনে কোর এরিয়ায় নিয়ে গেলে, মৃত ব্যক্তি নিষিদ্ধ জায়গায় প্রবেশ করেছিল এমন দাবি করে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি এড়িয়ে যায় বনদপ্তর। আবার, অনেকসময় জাল কেটে গ্রামে বাঘ ঢুকে গবাদিপশু হত্যা করলে, মেলেনা তার ক্ষতিপূরণও। সেসময় গ্রামবাসীদের দিয়ে বনদপ্তর বাঘ তাড়ানো এবং জাল মেরামতের কাজে খাটিয়ে নিলেও তাদের প্রাপ্য আর্থিক মজুরি দেওয়া হয় না।

সম্প্রতি বনদপ্তরের এই জুলুমবাজির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে এপিডিআর এর সহযোগিতায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন বাঘের আক্রমণে মৃত লখাই নস্করের স্ত্রী শান্তিবালা নস্কর। বছর দুই আগে কুলতলির গোপালগঞ্জের বাসিন্দা লখাই নস্কর সহ আরও দুই মৎসজীবী সুন্দরবনের বেনিফেলির জঙ্গলে নদীখাঁড়িতে মাছ-কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণের মুখে পড়েন। বাঘ লখাই নস্করের ঘাড় কামড়ে ধরে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সঙ্গী দুই মৎসজীবী লড়াই করে বাঘের মুখ থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনেন। তবু শেষ রক্ষা হয়নি। ১৮ নভেম্বর,২০২১-এ এস এস কে এম হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে লখাই নস্করের পরিবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ক্ষতিপূরণের দাবি জানালে, তা এই মর্মে খারিজ করে দেওয়া হয় যে, ঐ সময়কালে ঐ অঞ্চলে এ রকম কোনও বাঘের আক্রমণে মৃত্যুর ঘটনা নাকি সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ এর রেঞ্জ অফিসে নথিভুক্ত নেই। অথচ মৃত্যুর আগে লখাই নস্করকে জয়নগর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তার কাগজ, এস এস কে এম হাসপাতালের কাগজ এবং সর্বোপরি আলিপুর পুলিশ কেস হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত পোস্টমর্টেম রিপোর্টে স্পষ্টতই উল্লেখ রয়েছে যে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ সুন্দরবন এলাকার কোনও বন্যজন্তুর আক্রমণ। শান্তিবালা নস্কর ভার্সেস ষ্টেটের এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এক রায়ে জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নিহত ও আহত পরিবারের জন্য ধার্য ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নির্দেশনামায় বাঘের আক্রমণের ক্ষেত্রে জঙ্গলের কোর এলাকায় মৃত্যু না বাফার এলাকায় মৃত্যু— এ নিয়ে আলাদা কোনও বিভাজন নেই। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, মৃত ব্যক্তি রুটিরুজির কারণে আইন ভেঙে কোর এরিয়ায় ঢুকতে বাধ্য হয়েছিল, তাহলেও তার পরিবার ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন না, কারণ সরকারি নির্দেশনামায় এই ধরণের কোনও বিভাজনের উল্লেখ নেই। এবং রেঞ্জ অফিসে এই মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত না থাকলেও সরকারি হাসপাতালের কাগজে ও পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যেহেতু বন্যজন্তুর আক্রমণে মৃত্যুর কথা উল্লেখ আছে, সে ক্ষেত্রে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট মৃত লখাই নস্করের স্ত্রী শান্তিবালা নস্করকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। বিচারপতি ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ এর মধ্যে প্রধান মুখ্যবনসংরক্ষককে (প. ব.) মৃত লখাই নস্করের স্ত্রী শান্তিবালা নস্করকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ায়ার নির্দেশ দেন। অক্টোবর ক্যানিংয়ের সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ এর অফিস থেকে শান্তিবালা নস্করের হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।

বাঘে আক্রমণের ঘটনার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলায় এই রায় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে কোর-বাফার রিজিয়নের সীমারেখা যা এতদিন ক্ষতিপূরণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতো, রায়ের মাধ্যমে তাকেই খারিজ করা এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। এপিডিআর বহু দিন ধরে বাঘে আক্রান্ত মৎসজীবী, মৌলেদের বিএলসি পাস থাক বা না থাক সকল পরিবারকে ন্যায্য সরকারি ক্ষতিপূরণের, সাথে মাসিক দশ হাজার টাকা পেনশন, চাকরি, আহত বা নিহত পরিবারের ছেলেমেয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়ার দাবিতে, জঙ্গলনির্ভর সুন্দরবনবাসীর জল জঙ্গল জমির অধিকারের দাবিতে, প্রতিনিয়ত বনদপ্তরের জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে। আইনি লড়াইয়ে এই জয় সুন্দরবন এর সমস্ত বাঘে আক্রান্ত পরিবারগুলোকে ভরসা জোগাবে। আগামীদিনে ক্ষতিপূরণের দাবিতে সংগঠিত হয়ে সোচ্চার হওয়ার প্রেরণা জোগাবে। কেবল ক্ষতিপূরণ নয়, সুন্দরবন অঞ্চলের মৎসজীবী - মৌলে তথা প্রান্তিক মানুষের খাদ্য-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-জীবন জীবিকা তথা বেঁচে থাকার অধিকারের লড়াইকে শক্তি জোগাবে।